ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-174 ■ 25 March, 2026 ■ আগরতলা ২৫ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ১০ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এডিসি নির্বাচন

সদ্য মথা ছেড়ে আসা দুই এমডিসি পেলেন টিকিট

২৮ আসনে বিজেপির প্রার্থী ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ ।। আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে অবশেষে ২৮টি আসনের সবকটিতেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছেন সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সংবাদমাধ্যমকে জানান, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ২৮টি আসনের প্রতিটিতেই প্রার্থী দেব। আগামী দু'দিনের মধ্যেই মনোনয়নপত্র জমা দেবেন প্রার্থীরা।

তিনি আরও জানান, ২০২১ সালে আমরা ৯টি আসনে জয়ী হয়েছিলাম। এবার অধিকাংশ আসনে বর্তমান এমডিসিকেই পুনরায় টিকিট দেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র মাছমারা ও মনু-ছৈলেংটা আসনে প্রার্থী পরিবর্তন করা হয়েছে।

এছাড়াও, তিপরা মথা দল ছেড়ে সদ্য বিজেপিতে যোগদান করা সদাগর কলই ও অনন্ত দেববর্মাকেও প্রার্থী করা হয়েছে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে তারা বিজেপিতে যোগ দেন। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা তাদের দলে স্বাগত জানান।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অন্দরে দ্বন্দ্ব নিয়ে মথার প্রার্থী তালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ ।। আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি) নির্বাচনে ২৮টি আসনে জন্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল তিপরা মথা।

আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে টিপরা মথা তাদের ২৮টি কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকা অনুযায়ী দামছড়া-জম্পুই কেন্দ্রে ভাবারঞ্জন রিয়াং, মাছমারা কেন্দ্রে স্বপন কুমার চাকমা, কাঞ্চনপুর-দাসদা কেন্দ্রে উমাশঙ্কর রিয়াং এবং করমছড়া কেন্দ্রে হলিউড চাকমা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

তেমনি, চাওয়মানু কেন্দ্রে হানশু কুমার ত্রিপুরা, দামছড়া-কুচুছড়া কেন্দ্রে ধীরেন্দ্র দেববর্মা এবং গঙ্গানগর কেন্দ্রে খ্যাত্রজয় রিয়াংকে মনোনীত করা হয়েছে। হালাহালি কেন্দ্রে প্রসমিত দেববর্মা, কুলাই-চম্পাহাওর কেন্দ্রে রাজেশ্বর দেববর্মা এবং মহারাণীপুর কেন্দ্রে ডি. ওমথাই দেববর্মা প্রার্থী হয়েছেন। রামচন্দ্রঘাট কেন্দ্রে জেমেস দেববর্মা, সিমনা-টুকমাকারি কেন্দ্রে রবীন্দ্র দেববর্মা এবং ওয়াখিনগর-ভোজঝুঙ্গনগর কেন্দ্রে রুনিয়েল দেববর্মাকে প্রার্থী করা হয়েছে। পেকুয়াজলা-জনমজয় নগর কেন্দ্রে গীতা দেববর্মা, মাণ্ডাই-পুলিনপুর কেন্দ্রে জিতেন দেববর্মা এবং জিরানিয়া কেন্দ্রে জগদীশ দেববর্মা প্রার্থী হয়েছেন।

টাকারজলা কেন্দ্রে সুরজ দেববর্মা, আমতলি-গোলাঘাটি কেন্দ্রে বুধা দেববর্মা এবং রাইমা ভ্যালি কেন্দ্রে ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আম্পি কেন্দ্রে কমল কালাই, বীরচন্দ্র-কালশি কেন্দ্রে কেনারাম রিয়াং এবং পূর্ব মহারাণীপুর-ভুরাতলি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি বামফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ ।। গত ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে ভোট মানেই ছিল উৎসবের পরিবেশ। কিন্তু তারপর থেকে সেই পরিস্থিতি আর দেখা যাচ্ছে না। এডিসি ও উপনির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। তাই বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানিয়েছে বামফ্রন্ট।

সাংবাদিক সম্মেলনে বামফ্রন্টের আহ্বায়ক মানিক দে বলেন, এবারের নির্বাচন এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বিরোধী দলগুলির উপর হামলার অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন জায়গায়। এই পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হওয়ার পরিবেশ নেই। তিনি দাবি করেন, প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হবে এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে নিয়মিত টহলদারি নিশ্চিত করতে হবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে

শান্তিরবার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ(আইএএনএস)।। পশ্চিম এশিয়ায় চলতে থাকা সংঘাতের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সংসদ থেকে "শান্তি ও সংলাপের ঐক্যবদ্ধ বার্তা" বিশ্বে পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরি বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে চলা এই সংঘাত বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সঙ্কট তৈরি করেছে, যার প্রভাব ভারতের উপরও পড়ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই যুদ্ধের ফলে আমাদের বাণিজ্যিক রুট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস এবং সারসহ জরুরি পণ্যের সরবরাহেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে।"

তিনি আরও জানান, উপসাগরীয় দেশগুলিতে প্রায় এক কোটি ভারতীয় কর্মরত রয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। পাশাপাশি, হরমুজ প্রণালী-এ বহু ভারতীয় নাবিক-সহ জাহাজ আটকে থাকার বিষয়টিও চিন্তার কারণ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যসভা তথা সংসদের উচ্চকক্ষ থেকে শান্তি ও আলোচনার পক্ষে একজোট বার্তা দেওয়ার ওপর জোর দেন মোদী।

প্রধানমন্ত্রী জানান, সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই তিনি পশ্চিম এশিয়ার একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেছেন। ভারত নিয়মিতভাবে উপসাগরীয় দেশগুলির পাশাপাশি ইরান, ইজরায়েল এবং আমেরিকার সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছে।

তিনি বলেন, "সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমে এই অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনা আমাদের লক্ষ্য।" একইসঙ্গে উত্তেজনা হ্রাস এবং হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়েও জোর দেন তিনি।

বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা এবং হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনাকে "অগ্রহণযোগ্য" বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী জানান, ভারত সাধারণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদেশনীতি নিয়ে মোদিকে তীব্র আক্রমণ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ(আইএএনএস) ।। দেশের বিদেশনীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি অভিযোগ করেন, ভারতের বিদেশনীতি এখন "সমঝোতাপূর্ণ" এবং জাতীয় স্বার্থের বদলে ব্যক্তিগত বিবেচনায় পরিচালিত হচ্ছে।

রাহুলের দাবি, দেশের বিদেশনীতি কার্যত প্রধানমন্ত্রীর "ব্যক্তিগত বিদেশনীতি"-তে পরিণত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভাবমূর্তিও দুর্বল হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন নেতা, এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-ও প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারেন।

তিনি বলেন, "যদি প্রধানমন্ত্রীই সমঝোতাপূর্ণ হন, তাহলে আমাদের বিদেশনীতিও সমঝোতাপূর্ণ হয়ে পড়েএটা স্পষ্ট, সবাই তা দেখতে পাচ্ছে।"

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে সরকারকে আক্রমণ করে রাহুল অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী সংসদে কোনও স্পষ্ট অবস্থান তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। "তিনি গতকাল অপ্রাসঙ্গিক ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর অবস্থানে দেশের প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা প্রতিফলিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কোনও পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি নেই," বলেন তিনি।

আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েও সতর্কবার্তা দিয়ে কংগ্রেস নেতা বলেন, আগামী দিনে মূল্যবৃদ্ধির চাপ বাড়বে এবং এলপিজি, পেট্রোল, সার-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়তে পারে। "দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাধারণ মানুষ ভুগবেনএটা কেবল শুরু," মন্তব্য তাঁর।

প্রধানমন্ত্রীর "কোভিড-সদৃশ পরিস্থিতি" সংক্রান্ত মন্তব্যেরও সমালোচনা করেন রাহুল। তিনি বলেন, সরকার কোভিড-১৯ মোকাবিলায় কী করেছিল, তা তারা ভুলে গেছে।

বুধবার বিকেল ৫টায় ডাকা সর্বদল বৈঠক প্রসঙ্গে রাহুল জানান, কেরলে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না। তবে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি এবং বলেন, আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত বিদেশি শক্তির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই গাড়ির সংঘর্ষে আগুন আহত ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ মার্চ ।। মঙ্গলবার বিকেলে উদয়পুর-বাগমা জাতীয় সড়কে একটি যাত্রীবাহী বাস ও একটি সুইফট গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। দুর্ঘটনার পরই দুই গাড়িতে আগুন ধরে যায়, ফলে পরিস্থিতি আতঙ্কজনক হয়ে ওঠে।

জানা যায়, উদয়পুর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া টিআর ০১ সি ১৪২০ নম্বরের একটি বাস এবং আগরতলা থেকে উদয়পুরমুখী এনএল ০৭ এইচ ৯৪৪৭ নম্বরের একটি সুইফট গাড়ির মধ্যে বাগমা এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে, মুহূর্তের মধ্যেই উভয় গাড়িতে আগুন লেগে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাসন্তী পূজার চাঁদা নিয়ে মারামারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ মার্চ ।। বাসন্তী পূজার চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে এক টুকটুক চালককে বেধড়ক মারধরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ধর্মনগর—কৈলাসহর সড়কের পূর্ব হাফলং এলাকায়।

অভিযোগ, চাঁদা সংগ্রহকে ঘিরে বচসার জেরে টুকটুক চালক শ্রীকান্ত দাস-কে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই যুবক। তার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা রেল স্টেশনে পিস্তল সহ আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ ।। আবারও আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক যুবককে আটক করল জিআরপিএস থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি পিস্তল, দুইটি ম্যাগাজিন এবং দুই রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে রুটিন তল্লাশি চালানোর সময় জিআরপিএস থানার পুলিশ সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করে। পরে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে ওই আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত যুবক নিজের নাম সুব্রত দত্ত বলে স্বীকার করেছে। তার বাড়ি মধুপুর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে রক্তাক্ত যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ ।। মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকার লালমাটিয়া বিপনী বিতান থেকে রক্তাক্ত যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা বাজারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের স্ত্রী দাবি, তাঁকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, আজ সকালে মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকার বিপণি বিতানের ভিতরে রক্তাক্ত অবস্থায় যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে এলাকাবাসী জড়ো হন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত ব্যক্তি পশ্চিম প্রতাপগড় এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (৩৫)। পেশায় টাইলস মিস্ত্রী। কী কারণে এই খুন, কারা বা কারা এর সঙ্গে জড়িততা এখনও স্পষ্ট নয়।

এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার সহ তদন্তকারী টিম। ওই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এক রাতে ৭ বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ মার্চ ।। এক রাতেই পরপর সাতটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া থানাধীন বিসিনগর পঞ্চায়েতের জয়নগর এলাকায়। সোমবার গভীর রাতে সংঘটিত এই ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, চোরের দল মূলত গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাস স্টোভ এবং রাবারের সীট লক্ষ্য করেই বাড়িগুলিতে হানা দেয়। মোট সাতটি বাড়িতে চুরি চালিয়ে দুষ্কৃতীরা চারটি গ্যাস সিলিন্ডার, একাধিক স্টোভ এবং বেশ কিছু রাবারের সীট নিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের সন্দেহ, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হিন্দু, শিখ বা বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া

অন্য কোনও ধর্ম মানলে এসসি মর্যাদা দাবি করা যাবে না ঃ সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (আইএএনএস)।। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে তফসিলি জাতি (এসসি) হিসেবে স্বীকৃতি আর বজায় থাকে নাএমনই গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সুপ্রিম আদালত। আদালত জানিয়েছে, হিন্দু, শিখ বা বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম মানলে এসসি মর্যাদা দাবি করা যাবে না।

বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং এন. ভি. আনজারিয়া-র বেঞ্চ অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে বলেছে, সংবিধানের ১৯৫০ সালের তফসিলি জাতি আদেশে এই নিষেধাজ্ঞা "সম্পূর্ণ ও ব্যতিক্রমহীন"।

শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, "যে ব্যক্তি হিন্দু, শিখ বা বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম পালন করেন, তাঁকে তফসিলি জাতির সদস্য হিসেবে গণ্য করা যাবে না।" ফলে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে সঙ্গে সঙ্গেই ওই মর্যাদা হারাতে হয়।

মামলার প্রেক্ষিতে আদালত লক্ষ্য করে যে, আবেদনকারী দীর্ঘদিন ধরে খ্রিস্টধর্ম পালন করছেন এবং গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পাস্টর হিসেবে কাজ করছেন ও নিয়মিত প্রার্থনা পরিচালনা করছেন।

এতে তাঁর ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই বলে মন্তব্য করে বেঞ্চ।

আদালত আরও জানায়, আবেদনকারী খ্রিস্টধর্ম থেকে পুনরায় নিজের মূল ধর্মে ফিরে এসেছেনএমন কোনও দাবি করেননি বা তাঁর সম্প্রদায়ও তাঁকে পুনরায় গ্রহণ করেছেএমন প্রমাণ নেই। ফলে তিনি একইসঙ্গে অন্য ধর্ম পালন করে এসসি মর্যাদা দাবি করতে পারেন না।

এর আগে, ২০২৫ সালের ৩০ এপ্রিলের রায়ে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট জানিয়েছিল, খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে পাস্টর হিসেবে কাজ করা ব্যক্তি তফসিলি জাতির জন্য প্রযোজ্য আইনি সুরক্ষা, বিশেষ করে এসসি/এসটি অত্যাচার প্রতিরোধ আইনের সুবিধা নিতে পারেন না।

হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছিল, খ্রিস্টধর্মে বর্ণব্যবস্থার কোনও স্থান নেই, তাই ধর্মান্তরের পর তফসিলি জাতির সদস্য হিসেবে থাকা যায় না।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে স্পষ্ট হল, ধর্মান্তরিত হলে তফসিলি জাতির সাংবিধানিক মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়।

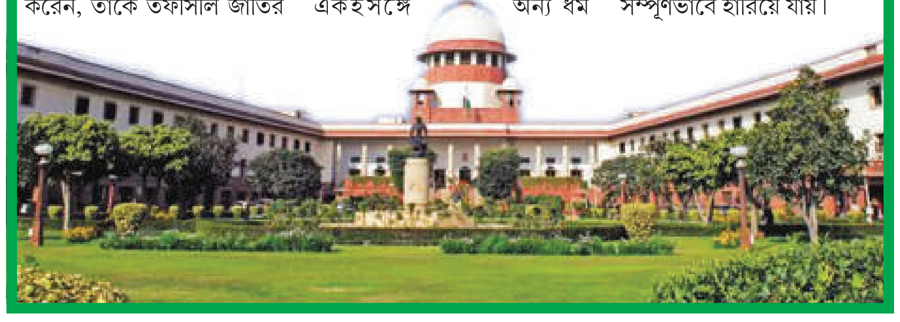

জাগরণ আগরতলা,২৫ মার্চ, ২০২৬ ইং
১০ চৈত্র, বুধবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিকল্প জ্বালানি আবশ্যিক

জীবাশ্ম জ্বালানির (কয়লা, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস) ওপর নির্ভরতা কমাইয়া পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী শক্তির উৎস খুঁজিয়া বাহির করা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের হাতে বেশ কিছু চমৎকার বিকল্প জ্বালানি রহিয়াছে। প্রকৃতি থেকে পাওয়া এই উৎসগুলো কখনও শেষ হয় না এবং পরিবেশের ক্ষতি করে না।সূর্যের আলো থেকে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন। এটি বাসাবাড়ি বা কলকারখানার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় বিকল্প। উইন্ড টারবাইন ব্যবহার করিয়া বাতাসের প্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ তৈরি। উপকূলীয় অঞ্চলে এটি অত্যন্ত কার্যকর।স্রোত বা জলের প্রবাহকে কাজে লাগাইয়া টারবাইন ঘোরানো।ইলেকট্রিক ভেহিকল বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয়। এটি কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামাইয়া আনে। হাইড্রোজেন পুড়িয়া শুধু জল ও তাপ উৎপন্ন করে। এটিকে ভবিষ্যতের জ্বালানি বলা হয়।উদ্ভিদ বা পচনশীল বর্জ্য থেকে তৈরি ইথানল বা বায়োডিজেল। পৃথিবীর অভ্যন্তরের তাপকে কাজে লাগাইয়া শক্তি উৎপাদন।গ্রিনহাউস গ্যাস কমাইয়া বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধ করে।শুরুতে খরচ কিছুটা বেশি হইলেও দীর্ঘমেয়াদে এটি অনেক সাশ্রয়ী।আমদানিকৃত তেলের ওপর নির্ভরশীলতা কমায়।বর্তমানে অনেক উন্নত দেশ তাহাদের মোট বিদ্যুতের ৫০ু এর বেশি উৎপাদন করিতেছে বায়ু ও সৌরশক্তি থেকে!

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ বা সামরিক উত্তেজনা ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনে কতটা গভীর প্রভাব ফেলিতে পারে। সাম্প্রতিক এলপিজি সংকট তাহারই এক স্পষ্ট উদাহরণ। হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র বিনিময়

হইলেও তাহার অভিঘাত আসিয়া পড়ে ভারতের ঘরের রান্নাঘর থেকে শুরু করিয়া রাস্তার ধারের খাবারের দোকান পর্যন্ত। এই বাস্তবতা আমাদের আবার মনে করাইয়া দেয়, বিশ্ব অর্থনীতি ও জ্বালানি নির্ভরতার জালে আমরা কতটা জড়াইয়া আছি।

সম্প্রতি এলপিজি সরবরাহে ঘাটতির ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়ে। অনেক জায়গায় কালোবাজারি শুরু হয়, যাহা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিয়া তোলে। কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু জরুরি পদক্ষেপের ফলে গৃহস্থালির এলপিজি সরবরাহে কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়াছে ঠিকই, কিন্তু বাণিজ্যিক এলপিজির সংকট এখনও পুরোপুরি কাটেনি। আর এখানেই সমস্যার মূল।দেশজুড়িয়া লক্ষ লক্ষ ছোট খাবারের দোকান, মাঝারি মানের রেস্তোরাঁ, হোটেল কিংবা ক্লাব সবকিছুর মূল চালিকাশক্তি এই বাণিজ্যিক এলপিজি। যাঁহারা নিজের শহর থেকে দূরে অন্য শহরে কাজ বা পড়াশোনা করেন, তাঁহাদের জন্য এই খাবারের দোকানগুলিই একমাত্র ভরসা। ফলে এলপিজি সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটিলে শুধু ব্যবসায়ীদেরই নয়, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনও বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে।সরকার ইতিমধ্যেই বাণিজ্যিক এলপিজির কোটা ২০ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা করিয়াছে এবং বিদেশ থেকে এলপিজি আমদানিও জোরদার করা

হইয়াছে। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে গ্যাসবাহী জাহাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এগুলি নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। কিন্তু প্রশ্ন হইল, এই ধরনের সাময়িক ব্যবস্থা দিয়া কি দীর্ঘদিনের জন্য সমাধান সম্ভব? বাস্তবতা হইল, পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতা যতদিন চলিবে, ততদিন জ্বালানি সরবরাহের এই অনিশ্চয়তা থাকিয়াই যাইবে। ভারত এখনও বড় অংশে জ্বালানির জন্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল। ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সামান্য পরিবর্তনও আমাদের বাজারে বড় প্রভাব ফেলে। এই নির্ভরতা কমানো প্রয়োজন।এই পরিস্থিতিতে বিকল্প জ্বালানির দিকে দ্রুত এগোনো ছাড়া আর কোনও পথ নাই। বিশেষ করিয়া শহরাঞ্চলের ছোট ও মাঝারি ব্যবসাগুলিকে ধীরে ধীরে পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস , বৈদ্যুতিক ইন্ডাকশন বা বায়োফুয়েলের মতো বিকল্প ব্যবস্থায় নিয়া আসা জরুরি।এতে শুধু জ্বালানির উৎস বৈচিত্র্যময় হইবে না, বরং পরিবেশের ওপর চাপও কমিবে।পিএনজি ব্যবস্থার একটি বড় সুবিধা

হইল এটি সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা যায়, ফলে সিলিন্ডারের উপর নির্ভরতা কমে। এছাড়া মিথেন গ্যাস, যা পিএনজির প্রধান উপাদান, তাহা বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র বা কয়লাখনি থেকে উৎপাদন করা সম্ভব।

খাদ্য মূল্যবৃদ্ধিতে বিশ্বব্যাংকের ‘রেড’ তালিকায় বাংলাদেশ, বাড়ছে উদ্বেগ

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (আইএএনএস): টানা প্রায় তিন বছর ধরে উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতির ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলির ‘রেড’ তালিকা থেকে বেরোতে পারছে না বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। বিশ্বব্যাংক-এর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১০ মাস ধরে বাংলাদেশ উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতির কারণে ‘রেড’ শ্রেণিতে রয়েছে। এর অর্থ, দেশে খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি কমছে না, বরং মধ্যপ্রাচ্য সংকট দীর্ঘস্থায়ী হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ঢাকার সংবাদপত্র প্রথম আলো-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও গত পাঁচ মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি আবার বেড়েছে।

এই ‘রেড’ তালিকায় বাংলাদেশের পাশাপাশি আরও ১৩টি দেশ রয়েছেইথিওপিয়া, মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা, ঘানা, মঙ্গোলিয়া, নাইজেরিয়া, তিউনিসিয়া, ইউক্রেন, জাম্বিয়া, বেলারুশ, কাজাখস্তান, মলডোভা এবং রাশিয়া।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং-এর নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান জানান, খাদ্য মূল্যস্ফীতির এই ঊর্ধ্বগতি উদ্বেগজনক। মধ্যপ্রাচ্যের সংকট দীর্ঘস্থায়ী হলে আমদানির ওপর প্রভাব পড়বে, ফলে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়তে পারে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ততটা সফল নয়। সরকারি হিসাবে মূল্যস্ফীতি ৮.৫ থেকে ৯ শতাংশের মধ্যে থাকলেও বাস্তবে তা আরও বেশি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৯.৩ শতাংশে পৌঁছেছে, যা গত ১৩ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, ফলে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের উপর চাপ ক্রমশ বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খাদ্য কেনার পেছনে ব্যয় হচ্ছে, যার ফলে মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা সবচেয়ে বেশি তাঁদেরই সহ্য করতে হচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের তালিকায় থাকা অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে কেউ কেউ গত বছরে ‘রেড’ থেকে ‘ইয়েলো’ বা ‘গ্রিন’ শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে, আবার কিছু দেশের পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ- ১৫০০ টাকা বেতনের চাকরি ফিরিয়ে কোটিপতি হয়েছিলেন ৩৫ বছর বয়সে

ওয়াকার মুস্তফা

ঘটনাটি বিংশ শতকের শুরুর দিকের। তখন বম্বেতে, (এখন যেটি মুম্বাই নামে পরিচিত) এক ধরনের রাজনৈতিক লড়াই শুরু হয়েছিল। ওই অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা লড়ে সেই লড়াইয়ে জিতেছিলেন একজন উদীয়মান আইনজীবী। ঘটনাচক্রে প্রায় চার দশক পর সেই আইনজীবীই একটা নতুন দেশ গঠনের পেছনে কাজ করেছিলেন যার জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন অহিংস এবং আইনি পথ। এই ব্যক্তি আর কেউ নন, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। ব্রিটিশ- শাসিত ভারতে স্থানীয় সরকার পরিচালনার জন্য সীমিত পরিসরে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছিল। এই সীমিত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার আওতায়, বোম্বে পৌর কর্পোরেশনের অর্ধেক সদস্যদের নির্বাচন করতেন ১২ হাজার করদাতা এবং বাকি সদস্যরা ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের মনোনীত। কর্পোরেশনের এই “নির্বাচিত” শাখায় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মেন্টর ফিরোজ শাহ মেহতাসহ মধ্যপন্থি কংগ্রেস রাজনীতিবিদদের আধিপত্য ছিল। আর সরকারের মনোনীতদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন ইউরোপীয় কর্মকর্তা। এই মনোনীত কর্মকর্তারা সরকারের সাথে আঁতাত করে মি. মেহতার মতো কংগ্রেস রাজনীতিবিদদের পরাজয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। “ককাস” নামে পরিচিত এই গ্রুপে ছিলেন তৎকালীন বোম্বাইয়ের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল সি এইচ হ্যারিসন, পুলিশ কমিশনার, পৌর কমিশনার শেপার্ড এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়া-র সম্পাদক লোভেট ফ্রেজার। সাংবাদিক হিসেবে তার তীক্ষ্ণ লেখনীর জন্য পরিচিত লোভেট ফ্রেজার সেই সময় নিয়মিতভাবে ফিরোজ শাহ মেহতার বিরুদ্ধে প্রতিবেদন লিখতেন। এই নির্বাচনী লড়াইয়ের সময় তার লেখা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। এই ককাস গ্রুপ পৌরসভার নির্বাচনে মি. মেহতাকে পরাজিত করার জন্য ১৬ জন প্রার্থীকে দাঁড় করায়। কিন্তু তিনি এই তালিকার শেষ প্রার্থী সুলেমান আব্দুল ওয়াহিদকে চ্যালেঞ্জ জানান, কারণ তিনি ওই পৌরসভার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ ফার্মের শেয়ারহোল্ডার ছিলেন।

মি. মেহতা নিজেও একজন আইনজীবী ছিলেন, তবে এই মামলাটি লড়ার জন্য মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন তিনি। মামলা লড়তে আদালতে হাজির হন মি. জিন্নাহ। তার যুক্তি, আইনের জ্ঞান ও সূক্ষ্মতা আদালতকে বাধ্য করে সুলেমান আব্দুল ওয়াহিদকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করতে। এদিকে, পৌরসভার নির্বাচিতদের তালিকায় মি. মেহতা ছিলেন ১৭তম স্থানে। মি. ওয়াহিদকে প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই মেহতা নির্বাচিত হন এবং ককাস গ্রুপের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রোহিত দে তার ‘জিন্নাহ’স লিগাল ক্যারিয়ার শীর্ষক প্রতিবেদনে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছেন।

তিনি উল্লেখ করেছেন মি. জিন্নাহ কীভাবে গঙ্গাধর তিলকের মতো ব্রিটিশ শাসকদের সমালোচকদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং সে সময় রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতারও জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তিনি। অধ্যাপক রোহিত দে উল্লেখ করেছেন, এই স্থানীয় মামলাগুলো মি. জিন্নাহকে জাতীয়স্তরের খ্যাতি এনে দিয়েছিল। অধ্যাপক দে বলেছেন, ‘এই প্রথমবার নিজেদের আদালতেই ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ আনা হয়েছিল। এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ইংরেজি এবং স্থানীয় দুই ধরনের সংবাদমাধ্যমেই ব্যাপকভাবে কভার করা হয়েছিল।’

‘ব্রিটিশ সরকারের সাংবিধানিক কাঠামোর ত্রুটি ও দ্বন্দকে প্রকাশ্যে আনার জন্য জিন্নাহর যে নীতি ছিল, এই মামলা বোধহয় তারই প্রথম উদাহরণ।’ ১৮৯৬ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ লিঙ্কনস ইন থেকে পাশ করা সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় হয়েছিলেন। সেই সময় তার বয়স কুড়িও হয়নি।

স্ট্যানলি ওলপার্ট তার বই “জিন্নাহ অফ পাকিস্তান”-এ উল্লেখ করেছেন ‘ভারতে ফিরে আসার পর এই তরুণ

আইনজীবীর প্রথম তিন বছর সম্পর্কে কার্যত কিছুই জানা যায় না।’ তবে ডন পত্রিকাকে লেখা এক চিঠিতে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক লেকচারার ড. আরফা ফরিদ দাবি করেছেন যে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ করাচীর হরচন্দ্রাই অ্যান্ড কোম্পানিতে তার ওকালতি শুরু করেছিলেন। এই হরচন্দ্রাই-ই পরে ১৯১১ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত করাচী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রধান ছিলেন। ড. আরিফা তার বাবা আবদুল হামিদ ফরিদকে উল্লেখ করে ওই চিঠি লিখেছিলেন। ভারত বিভাজনের আগে মি. ফরিদ নিজে পুনে ও তৎকালীন বম্বেতে এবং তারপর পরে করাচীতে আইন প্র্যাকটিস করেছেন। করাচীতে কিছুদিন থাকার পর মি. জিন্নাহ বম্বেতে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করেন। আকবর এস আহমেদ তার বই “জিন্নাহ, পাকিস্তান অ্যান্ড ইসলামিক আইডেন্টিটি”-তে উল্লেখ করেছেন সেই সময় বম্বে বার অ্যাসোসিয়েশনে তিনিই একমাত্র মুসলিম আইনজীবী ছিলেন। ’বোম্বের প্রাদেশিক সরকারের সদস্য স্যার চার্লস অলিভান্তে জিন্নাহর প্রতি এতটাই মুগ্ধ হন যে ১৯০১ সালে তাকে স্থায়ী চাকরির প্রস্তাব দেন। মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতন ছিল, কিন্তু জিন্নাহ তা প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছিলেন শিগগিরই ওই টাকা তিনি দিনে উপার্জন করবেন। নিজেকে সঠিক প্রমাণ করেছিলেন তিনি। প্রফেসর রোহিত দে উল্লেখ করেছেন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বাগ্মিতা এবং যুক্তি তার পসার বাড়াতে সাহায্য করেছিল। সাংবাদিক ফ্র্যাঙ্ক মরিস পরবর্তী সময়ে তার আদালতের স্টাইল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

মি. মরিস উল্লেখ করেছেন, ‘যে মনোযোগের সঙ্গে আদালতে তার যুক্তিতর্ক শোনা হতো তেমনটা খুব কমই অন্য আইনজীবীদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। মামলা উপস্থাপনে ক্ষেত্রে তার চেয়ে দক্ষ আর কেউ ছিল না।’ ‘ন্যূনতম চেষ্টায় সর্বোচ্চ ফল পাওয়াকে যদি এক ধরনের শিল্প বলে ধরা হয়, তবে জিন্নাহ একজন শিল্পী ছিলেন। মামলার একেবারে গভীরে যেতে পছন্দ করতেন তিনি। তার মামলার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার শৈলী ছিল অনবদ্য।’ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মামলা উপস্থাপন এবং বাগ্মিতার প্রশংসা করেছেন এই সাংবাদিক।

‘তিনি থাকলে আদালতের একঘেয়ে কক্ষও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। জুনিয়র আইনজীবীরা ঘার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই দীর্ঘ, ব্যক্তিত্বপূর্ণ আইনজীবীর প্রতিটা পদক্ষেপ অনুসরণ করতেন। সিনিয়র আইনজীবীরা তার উপস্থাপনা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, বিচারকরাও মন দিয়ে তার যুক্তি শুনতেন।’ আকবর এস আহমেদের মতে, ‘জিন্নাহ প্রায়শই ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিরোধিতা করতেন। তবে আইনি দিক থেকে তার বিরোধীরা যাতে তাকে দোষী করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্যও সবসময় সচেতন থাকতেন তিনি।’ ‘সংক্ষেপে বলতে গেলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আইনকেই দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে শিখেছিলেন তিনি। ভারতীয়দের অধিকারের জন্য কথা বলায় বহুবার তাকে জেলে পাঠানোর কথাও বলা হয়েছে।’ প্রফেসর রোহিত দে উল্লেখ করেছেন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সংবাদমাধ্যমের উপর আরোপ করা আইনের বিরুদ্ধে বহু মামলা লড়েছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মামলা ছিল ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত জাতীয় সংবাদপত্র “বম্বে ক্রনিকাল” এর পক্ষে।

এই জাতীয় মামলা লড়ার সুবাদে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অন্যান্য জায়গা থেকেও তার কাছে একই ধরনের মামলা আসছিল। এমননি ছুটিতে থাকার সময়ও মামলা লড়েছেন তিনি। একবার শ্রীনগরে ছুটি কাটাতে গিয়ে কাশ্মীরী নেতা শেখ আবদুল্লার অনুরোধে মামলা লড়েছিলেন তিনি। অন্য কোনো আইনজীবী যে মামলা লড়তে রাজি ছিলেন না, সেই মামলাই তিনি একদিনে জিতেছিলেন। শেখ আবদুল্লাহ তার আত্মজীবনী “আতিশ-ই-চিনার”-এ এই ঘটনার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইউসুফ সরফ তার বইয়ে লিখেছেন, ‘আদালত কক্ষ সমাজের সকল স্তরের মানুষের ভিড়ে ঠাঁসা ছিল। আইনজীবী, সরকারি কর্মচারী যেমন ছিলেন, তেমনই মানুষ নিজেদের দোকান-পাট দোকান বন্ধ রেখে আদালতে হাজির হয়েছিলেন। শেখ আবদুল্লাহও উপস্থিত ছিলেন।’

ভোপালের একটা মামলায় তার জয়কে জনগণের জয় হিসেবে দেখা হয়েছিল। মামলায় জিতে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি চালু রাখার রাখার বিষয়টা নিশ্চিত করেছিল তিনি।

১৯১০ সালের ২৫শে জানুয়ারি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বম্বের মুসলিম সদস্য হিসেবে ৬০ জন সদস্যের আইন পরিষদে আসন গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক রোহিত দে উল্লেখ করেছেন, ‘জিন্নাহ প্রায়শই নাগরিক স্বাধীনতার কথা বলতেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো ভগৎ সিং-এর বিচারের অবৈধতা নিয়ে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে তার ভাষণ। যেহেতু ভগৎ সিং এবং তার সহযোগীরা মামলা পরিচালনায় সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেন, তাই তার অনুপস্থিতিতে বিচারের অনুমতি দেওয়ার জন্য একটা বিশেষ অধ্যাদেশ আনার চেষ্টা করা হয়েছিল।’ ‘এই অধ্যাদেশ আনার ফলে আইনের শাসনের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন জিন্নাহ।’ তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, ‘বিচার বিভাগীয় বা ন্যায়বিচারের বোধযুক্ত কোনো বিচারক কখনো এই জাতীয় মামলার পক্ষ হতে পারেন না এবং বিবেক থাকলে এইভাবে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন না।’ ‘আপনি যা প্রস্তাব দিচ্ছেন তা প্রতারণার সামিল- বলেছিলেন তিনি।’

অধ্যাপক দে বলেছেন, ‘ওই আইন যে ব্রিটিশ সাধারণ আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ব্যর্থ হয়েছে তা তিনি দেখিয়েছিলেন। জিন্নাহর সবচেয়ে জোরালো যুক্তিগুলোও আইনত বৈধ ছিল।’ মি. আহমেদ লিখেছেন, জিন্নাহকে মিত্র হিসেবে পাশে পাওয়া নিয়ে ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর ভ্রম শিগগিরই ভেঙে গিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সঙ্গে আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে “কঠোর এবং নিষ্ঠুর”-এর মতো শব্দের ব্যবহারের জন্য জিন্নাহকে তিরস্কার করেছিলেন তিনি।’ উত্তরে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন, ‘মাই লর্ড, আমার আরও কঠোর ভাষা ব্যবহার করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি এই পরিষদের সংবিধানের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত এবং আমি এক মুহূর্তের জন্যও তা লঙ্ঘন করতে চাই না। আমি শুধু বলেছি ভারতীয়দের প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তা সবচেয়ে কঠোর এবং দেশের সকলেই এই বিষয়ে একই সহমত।’

ড. রোহিত দে মনে করেন মুসলিম আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। অধ্যাপক দে বলেছেন, ‘তিনি ১৯১৩ সালের মুসলিম ওয়াকফ আইনের পক্ষে তদবির করে তা কার্যকর করেছিলেন। এরপর কর্মজীবনে ১৯৩৭ সালে তিনি শরিয়া আইনের খসড়া তৈরি করেন এবং ভারতে তা চালু করেন। সেখানে বলা হয়েছিল শরিয়া আইন ভারতে বসবাসকারী সমস্ত মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য হবে।’

‘এই আইন মুসলিমদের মধ্যে সেই সময় প্রচলিত আইনকে বাতিল করে দেয় এবং উত্তরাধিকারসহ একাধিক ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অধিকারকে নিশ্চিত করে যা শরিয়া আইনে নিশ্চিত করা আছে। পাশাপাশি সাধারণ আইনের আওতায় মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার ধারণাকেও সমর্থন করে।’ মুহাল্মদ আলী জিন্নাহর জীবনযাত্রা একজন উচ্চবিত্ত ইংরেজ পেশাদার আইনজীবীর মতো ছিল।

মি. আহমেদ লিখেছেন, ‘তিনি সিল্কের একই টাই দু’বার পরেননি। তার পোশাকের সম্ভারে প্রায় ২০০টা হাতে তৈরি স্যুট ছিল। সম্ভবত ব্রিটিশশাসিত ভারতে একজন সফল আইনজীবীর জন্য যা প্রয়োজন, সেই দামী পোশাক চেয়েছিলেন জিন্নাহ। পোশাকের প্রতি অস্বাভাবিক রুচি থাকা সত্ত্বেও জিন্নাহ কিন্তু সারা জীবন অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে, জিন্নাহ লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অঞ্চলে একটা বিশাল বাড়িতে বাস করতেন। তার গাড়ির চালক ইংরেজ ছিলেন যিনি তার বেন্টলি গাড়ি চালাতেন। তার গৃহকর্মীও ইংরেজ ছিলেন। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মেয়ে দিনাকে উল্লেখ করে মি. আহমেদ লিখেছেন তাদের দু’জন রাঁধুনি ছিলেন। একজন ভারতীয় এবং অন্যজন আইরিশ। জিন্নাহর প্রিয় খাবার ছিল ভাত আর তরকারি। তিনি বিলিয়ার্ড খেলতে ভালোবাসতেন।

আকবর এস আহমেদ লিখেছেন, ‘দিনার মনে আছে তার বাবা তাকে থিয়েটার, প্যান্টোমাইম (সঙ্গীতপ্রধান ও কৌতুকধর্মী এক ধরনের মঞ্চনাটক যা প্রধানত শিশুদের জন্য মঞ্চায়ন করা হয়) এবং সার্কাসে নিয়ে গিয়েছিলেন।’ তার বিপুল সম্পত্তির সবকিছুই তিনি উপার্জন করেছিলেন একজন দক্ষ আইনজীবী এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারী হিসেবে। “ইন ডিফেন্স অফ জিন্নাহ” শীর্ষক নিবন্ধে এজি নুরানি লিখেছেন একজন আইনজীবী হিসেবে আচরণবিধির প্রতি তার প্রতিশ্রুতিই মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে সবচেয়ে প্রথমে ছিল। ‘জিন্নাহ কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিরোধী ছিলেন। তবে আইনজীবী হিসেবে আচরণবিধির প্রতি তার প্রতিশ্রুতি তার কাছে সবচেয়ে আগে ছিল। এটা এও দেখায় যে তিনি ঘৃণার ঊর্ধ্বে ছিলেন,’ মি. নুরানি লিখেছেন। ‘জিন্নাহর একটা নিয়ম ছিল যে পারিশ্রমিক ছাড়া তিনি কোনো মামলা নিতেন না। তার ভাগ্নে তারই চেম্বারে জুনিয়র ছিলেন। বম্বে বারের সহকর্মীদের তার ভাগ্নে সবসময় বলতেন জিন্নাহ এই নিয়ম কখনোই শিথিল করবেন না।’ ‘কেউ তার পারিশ্রমিক দিতে না পারলে পরিবর্তে জিন্নাহ সম্ভাব্য বাদীকে তহবিল সংগ্রহ করার কথা বলতেন। সেই তহবিলে নিজেও টাকা দিতেন।’ মি. জিন্নাহর পেশাদারিত্বেরও তারিফ করেছেন এজি নুরানি। তিনি লিখেছেন, ‘অন্যদিকে পেশাদার নৈতিকতা এবং শিষ্টাচারের প্রতি প্রতিশ্রুতির দিক থেকে তিনি নির্ভীক এবং আপসহীন ছিলেন। বাদীদের মধ্যে একজনের অর্থাভাব ছিল। সেই ব্যক্তি জিন্নাহকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যে ফি দিয়েছিলেন সেটা যেন তিনি (জিন্নাহ) গ্রহণ করেন এবং সেই ফি-র উপর নির্ভর করে যতক্ষণ হয় ততক্ষণই যেন তিনি আইনি পরামর্শ দেন। কারণ জিন্নাহ প্রতি ঘন্টা অনুযায়ী ফি নিতেন।’

‘এতে রাজি হন এবং আইনি পরামর্শও দেন। এরপর প্রদত্ত ফি-র একটা বড় অংশ ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, তিনি যতটুকু (মামলা বিষয়ক) প্রাসঙ্গিক ততটুকুই পড়েছেন।’

অত্যন্ত ধনী আইনজীবীদের তালিকায় ছিলেন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। ‘১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে শুধু আইন প্র্যাকটিস করেই মাসে ৪০ হাজার টাকা উপার্জন করতেন তিনি। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এটা বিশাল অঙ্কের উপার্জন ছিল। মোহনদাস গান্ধীর মতো বিরোধীরাও জিন্নাহকে সম্মান করতেন। তিনি এই উপমহাদেশের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকের আইনজীবীদের মধ্যে একজন ছিলেন জিন্নাহ।’ ‘পাশাপাশি, ভালো বিনিয়োগের বিষয়েও তার নজর ছিল। শেয়ার এবং সম্পত্তিতে সফলভাবে বিনিয়োগ করেছিলেন তিনি। লন্ডনের হ্যাম্পস্টেডে, বম্বের মালাবার হিলে তার সম্পত্তি ছিল। দিল্লির ১০ আওরঙ্গজেব রোডে এডউইন লুটিয়েনসের নকশা করা একটা বাড়িও ছিল।’ ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী কে নটবর সিং জিন্নাহকে ‘১৯৪৭ সালের আগে সবচেয়ে সফল ভারতীয় রাজনীতিবিদ’ হিসেবে বর্ণনা করে লিখেছিলেন, ‘জিন্নাহ একজন বুদ্ধিমান এবং উজ্জ্বল রাজনীতিবিদ হওয়ার আগে একজন উজ্জ্বল আইনজীবী ছিলেন।’ মি. সিং উল্লেখ করেছেন, ‘(মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ) তার প্রায় পুরো জীবন বম্বেতে কাটিয়েছেন। ৩৫ বছর বয়সে, তিনি কোটিপতি হয়ে ওঠেন।’ আকবর এস আহমেদের মতে, ‘জিন্নাহর সম্পদ তাকে যা খুশি তা বলার স্বাধীনতা দিয়েছিল। আদালতের ভেতরে, আদালতের বাইরে বা রাজনীতিতে আইনই ছিল তার নীতিবাক্য।’ প্রফেসর রোহিত দে লিখেছেন, ’জিন্নাহর শেষ মামলা ছিল পাকিস্তান।’

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার শ্রী কৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন নিয়ে আয়োজিকরা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন।

তামিলনাড়ু-কেরল নির্বাচনের আগে সন্ত্রাস ও ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর আশঙ্কা, সতর্ক কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (আইএএনএস): তামিলনাড়ু ও কেরলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও ভুয়ো তথ্য প্রচারের সম্ভাবনা নিয়ে সতর্ক হয়েছে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। ইতিমধ্যেই অনলাইন মাধ্যমে জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ও সমর্থকদের গতিবিধির উপর কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, নিষিদ্ধ সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পিএফআই) এবং ইসলামিক স্টেট-এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নির্বাচন ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে হামলার পরিকল্পনা করতে পারে। এই দুই সংগঠনের সমর্থক ও কর্মীরা একযোগে সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে।

তবে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মতে, সরাসরি সন্ত্রাসী হামলার থেকেও বড় হুমকি হল ভুয়ো তথ্য বা 'ডিসইনফরমেশন' ছড়ানো।

এর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করে পরিস্থিতি অস্থির করার চেষ্টা হতে পারে, যা পরবর্তীতে জঙ্গি সংগঠনগুলির জন্য নিয়োগ ও উগ্রপন্থায় প্ররোচনার ক্ষেত্র তৈরি করে।

বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে জঙ্ন্নখদ্ধত্ব ছঠ্ঠখঠত্র-এর অনলাইন কার্যকলাপ বেশি সক্রিয় বলে জানা গেছে।

তাদের মূল লক্ষ্য কেরল ও তামিলনাড়ুর যুব সমাজকে উগ্রপন্থায় আকৃষ্ট করা।

এক আধিকারিক জানান, নির্বাচন চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনী ভোট প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার কাজে ব্যস্ত থাকায়, সেই সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে এই জঙ্গি সংগঠনগুলি।

এছাড়া হিজবুত তাহরির (এইচইউটি)-এর দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। এই সংগঠনটি সামাজিক মাধ্যমে একাধিক ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে দক্ষিণ ভারতে ব্যাপকভাবে উগ্রপন্থার প্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। তাদের প্রচারিত বিষয়বস্তুর মধ্যে 'লোন উলফ' হামলা ও 'হিট স্কোয়াড' গঠনের মতো উসকানিমূলক বার্তাও রয়েছে।

গোয়েন্দা দফতরের এক আধিকারিক জানান, দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের সংগঠনগুলি নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। অতীতে উগ্রপন্থী মতাদর্শের প্রচার এবং বিদেশি প্রভাববিশেষ করে উপসাগরীয় অঞ্চলের সংঘাতএই প্রবণতা বাড়িয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ইতিমধ্যেই সতর্কবার্তা জারি করে সম্ভাব্য উগ্রপন্থা বৃদ্ধির বিষয়ে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করেছে। বিশেষ করে কেরল ও তামিলনাড়ু এই ধরনের ঝুঁকির ক্ষেত্রে বেশি সংবেদনশীল বলে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, আসন্ন নির্বাচনে কেরল, অসম ও পুদুচেরিতে ৯ এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গে ২৩ ও ২৯ এপ্রিল (দুই দফায়) এবং তামিলনাড়ুতে ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হবে। সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ফলাফল ঘোষণা করা হবে ৪ মে।

NOTIFICATION

Reference No. F1(15)/A&D/WS/ANP/AMP/2025/446, dated 08th October 2025

On the basis of result of the Written Test Examination held on 15.03.2026 for recruitment to the post of Ward Secretary (Group- C Non-Gazetted) under Amarpur Nagar Panchayat, candidates bearing Roll Numbers as follows are provisionally qualified to appear for Interview/Personality Test scheduled to be held in the Amarpur Nagar Panchayat at Amarpur on 23rd April, 2025.

100046	1000111	1000167	100020	100059
1000160	1000159	100081	100058	1000107
1000153	100051	100021		

The Provisionally eligible candidates are instructed to bring Written Examination Admit Card with Original and Self- attested copies of all required documents as mentioned in the said Advertisement. A No Objection Certificate (NOC) is required if the candidate is currently employed by another organization.

ICA/D/2149-26

Recruman Board
(Executive Officer)
Amarpur Nagar Panchayat

দিল্লিতে ছিনতাইচক্র ভেঙে দিল পুলিশ, ১৪টি মামলা সমাধান উদ্ধার মোবাইল ও যানবাহন

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (আইএএনএস): রাজধানীতে পথ-অপরাধ দমনে বড় সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশ। মোবাইল ছিনতাই ও যানবাহন চুরির সঙ্গে যুক্ত একটি সক্রিয় চক্রকে ভেঙে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে দুইজন ছিনতাইকারী এবং একজন চোরাই মাল ক্রেতা রয়েছে।

পূর্ব জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অভিযানে মোট ১৪টি অপরাধমূলক মামলার রহস্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে এবং উদ্ধার হয়েছে একাধিক চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন, মোটরসাইকেল ও স্কুটি।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পাণ্ডব নগর থানার একটি দল নিয়মিত নাকা চেকিং চলাকালীন নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায়। ২২ মার্চ একটি সাদা স্কুটিতে করে যাওয়ার সময় দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়।

Executive Engineer, W.R Division No-II, Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:- 33/EE/WRD-II/2025-2026 Dated 18-03-2026.

Sl No.	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIT No: 82/EE/WRD-II/ 2025 -26	Rs. 4, 82,400.00	Rs 9, 648.00	12 (Twelve) months	Rs 1,000.00

Last Date of bidding for bids 25-03-2026 upto 15.00 Hrs.
Opening of Bid on 25-03-2026 at 15.30 Hrs.
If possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 4961/26

(Er. Parimal Debnath) Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
Visvesvaraya, Complex, Kunjaban, Agartala.

অসম তফসিল VIII, ফর্ম নং ১৬০
হাইকোর্টের ফৌজদারি কার্যবিধি নং ৪

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতির জন্য দাবিপত্র
নং IV, তফসিল V, আইন ঝ ১৮৯৮
(ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ধারা ৮৪, ২০২৩)

বিশেষ এনআইএ মামলা নং ০১/২০২৪
আরসি-০১/২০২৩/এনআইএ-গুয়াহাটি

যেহেতু, আমার কাছে অভিযোগ করা হয়েছে যে আনোয়ার হুসেন @মামা @আনোয়ার হোসেন, পিতা - মানিল মিয়া, পোস্ট অফিস - কলোনচোরা থানা- পুটিয়া, জেলা সিপাহিজলা, ত্রিপুরা। স্থায়ী ঠিকানা ওয়ার্ড নং ০১ করইমুরা, এইচ.এস. স্কুল ঘনিয়ামারা রঘুনাথপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা, আইপিসির ১২০বি, ১২১এ, ১৫৩(এ), ১৫৩বি, ৪৬৫, ৪৭১,২৯৫এ, ১০৯,৩৭০ ধারা এবং পাসপোর্ট আইন, ১৯৬৭ এর ধারা ১২(১)(এ), ১২(১ এ)(এ), ১২(২), এবং ইউএপিএ আইনের ১৭, ১৮ এবং ১৮বি ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে তার বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার পর জানানো হয়েছে যে উক্ত আনোয়ার হোসেন @ মামা @ আনোয়ার হোসেনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং আমার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর হওয়া এড়ানোর উদ্দেশ্যে পলাতক হয়েছেন অথবা নিজেকে গোপন করে রেখেছেন।

এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, উক্ত আনোয়ার হোসেন @ মামা @ আনোয়ার হোসেন-কে পিতা - মানিল মিয়া , পুলিশ স্টেশন - কলোনচোরা ও থানা-পুটিয়া জেলা সিপাহিজলা, ত্রিপুরা ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সকাল ১০.০০ টায়, অসম গুয়াহাটির বিশেষ জজ, এনআইএ আদালতে অভিযোগের জবাব দিতে উপস্থিত হতে হবে।

তারিখ, ১৮ মার্চ ২০২৬।

বিশেষ বিচারক
এনআইএ আদালত, অসম, গুয়াহাটি।

CBC 19133/11/0072/2526

এফিডেভিট

আমি KRISHNA CHANDRA KARMAKAR, পিতা-প্রয়াত লাল বিহারী কর্মকার, ওয়ার্ড নম্বর ৩২, বিদ্যাসাগর পল্লী, বর্মন টিলা, যোগেন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস-যোগেন্দ্রনগর, থানা-পূর্ব আগরতলা, জেলা-পশ্চিম ত্রিপুরা, আগরতলা, ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০০৪ বয়স ৫৯, ধর্ম-হিন্দু, পেশা-ব্যবসায়ী এবং ভারতীয় নাগরিক এই মর্মে ঘোষণা করছি আমার সমস্ত নথিতে নাম KRISHNA CHANDRA KARMAKAR নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু আমার ছেলে ABHINABA KARMAKAR এর পাসপোর্টে আমার নাম ভুলবশত KRISHNA KARMAKAR নথিভুক্ত হয়েছে।

তাই, এফিডেভিট নম্বর IN-TR40674820121129Y তারিখ ২০ মার্চ ২০২৬ নোটারি পাবলিক মতে ঘোষণা করছি KRISHNA KARMAKAR এবং KRISHNA CHANDRA KARMAKAR উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

স্বা :
KRISHNA CHANDRA KARMAKAR

এফিডেভিট

আমি SMT. REKHA DEBNATH BHOWMIK, স্বামী- অরুণ চন্দ্র দেবনাথ, পিতা-প্রয়াত গোপাল ভৌমিক, ধলেশ্বর রোড নম্বর ১৫, পোস্ট অফিস- ধলেশ্বর, থানা-পূর্ব আগরতলা, জেলা-পশ্চিম ত্রিপুরা, আগরতলা, ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০০৭ বয়স ৭০, ধর্ম-হিন্দু, পেশা-গৃহিণী এবং ভারতীয় নাগরিক এই মর্মে ঘোষণা করছি, আমার আসল নাম REKHA DEBNATH BHOWMIK। আমার কিছু নথিতে ভুলবশত নাম REKHA RANI DEBNATH নথিভুক্ত রয়েছে।

তাই, এফিডেভিট নম্বর IN-TR40710831078259Y তারিখ ২৩ মার্চ ২০২৬ নোটারি পাবলিক মতে ঘোষণা করছি REKHA DEBNATH BHOWMIK এবং REKHA RANI DEBNATH উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

স্বা :
REKHA DEBNATH BHOWMIK

অসম তফসিল VIII, ফর্ম নং ১৬০
হাইকোর্টের ফৌজদারি কার্যবিধি নং ৪

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতির জন্য দাবিপত্র
নং IV, তফসিল V, আইন ঝ ১৮৯৮
(ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ধারা ৮৪, ২০২৩)

বিশেষ এনআইএ মামলা নং ০১/২০২৪
আরসি-০১/২০২৩/এনআইএ-গুয়াহাটি

যেহেতু, আমার কাছে অভিযোগ করা হয়েছে যে কাজল সরকার, পিতা - সুধীর সরকার, পোস্ট অফিস - বোয়ালিয়া তুলাবাগান, মোহনপুর পশ্চিম ত্রিপুরা আইপিসির ১২০বি, ১২১এ, ১৫৩(এ), ১৫৩বি, ৪৬৫, ৪৭১,২৯৫এ, ১০৯,৩৭০ ধারা এবং পাসপোর্ট আইন, ১৯৬৭ এর ধারা ১২(১)(এ), ১২(১ এ)(এ), ১২(২) এবং ইউএপিএ আইনের ১৭, ১৮ এবং ১৮বি ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে তার বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার পর জানানো হয়েছে যে উক্ত কাজল সরকার পিতা সুধীর সরকার -কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং আমার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে কাজল সরকার পিতা সুধীর সরকার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর হওয়া এড়ানোর উদ্দেশ্যে পলাতক হয়েছেন অথবা নিজেকে গোপন করে রেখেছেন।

এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, উক্ত কাজল সরকার, পিতা - সুধীর সরকার, পোস্ট অফিস - বোয়ালিয়া তুলাবাগান, মোহনপুর পশ্চিম ত্রিপুরা ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সকাল ১০.০০ টায়, অসম গুয়াহাটির বিশেষ জজ, এনআইএ আদালতে অভিযোগের জবাব দিতে উপস্থিত হতে হবে।

তারিখ, ১৮ মার্চ ২০২৬।

বিশেষ বিচারক
এনআইএ আদালত, অসম, গুয়াহাটি।

CBC 19133/11/0074/2526

প্ল্যাটফর্ম ফি বাড়াল সুইগি, অর্ডার প্রতি এখন ১৭.৫৮ টাকা

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (আইএএনএস): প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা জোমাটো-র পর এবার খাবার ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সুইগি-ও প্ল্যাটফর্ম ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। সংস্থাটি অর্ডার প্রতি ফি প্রায় ১৭ শতাংশ বাড়িয়ে ১৪.৯৯ টাকা থেকে ১৭.৫৮ টাকা করেছে।

অ্যাপের বিলিং তথ্য অনুযায়ী, এই বৃদ্ধি প্রায় ২.৫৯ টাকা (জিএসটি-পূর্ব)। ব্যবহারকারীদের জানানো হয়েছে, প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মেটাতেই এই ফি বাড়ানো হয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই জোমাটো তাদের প্ল্যাটফর্ম ফি প্রায় ১৯ শতাংশ বাড়িয়েছে, যা অর্ডার প্রতি প্রায় ২ টাকা বৃদ্ধি করেছে। ফলে বর্তমানে দুই সংস্থারই প্ল্যাটফর্ম ফি প্রায় একই স্তরে, অর্থাৎ প্রায় ১৭.৫৮ টাকা (জিএসটি-সহ)।

জোমাটো-র ক্ষেত্রে বর্তমানে জিএসটি-পূর্ব প্ল্যাটফর্ম ফি ১৪.৯০ টাকা, যা আগে ছিল ১২.৫০ টাকা। ২০২৩ সালের অগাস্টে প্রথম ২ টাকা প্ল্যাটফর্ম ফি চালু করেছিল সংস্থাটি, যা ধাপে ধাপে বাড়ানো হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এলপিজি ও অপরিশোধিত তেলের মতো জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, রেস্তোরাঁ ও ডেলিভারি পার্টনারদের খরচ বাড়াএই সব কারণেই ফুড ডেলিভারি সংস্থাগুলি ফি বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে।

এদিকে শেয়ার বাজারে সুইগি-র শেয়ার মঙ্গলবার বিএসই-তে প্রায় স্থিতিশীল অবস্থায় ২৭৩.৪০ টাকায় লেনদেন হয়েছে, যা ০.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি। তবে গত এক মাসে শেয়ারটি ১০ শতাংশের বেশি, ছয় মাসে প্রায় ৪০ শতাংশ এবং এক বছরে প্রায় ২০ শতাংশ কমেছে।

অন্যদিকে, জোমাটো-র মূল সংস্থা 'চিরন্তন'-এর শেয়ার এই ঘোষণা পর প্রায় ২ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে বলে জানা গেছে।

বিরোধীদের 'চুপ করানো'র অভিযোগ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের দাবি আতিশির

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ(আইএএনএস): দিল্লি বিধানসভার স্পিকারকে তীব্র আক্রমণ করে বিরোধী দলনেত্রী আতিশি অভিযোগ তুললেন যে, বারবার বিধায়কদের সাসপেন্ড ও বহিষ্কার করে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর 'চুপ করানো' হচ্ছে। তিনি স্পিকার বিজেন্দর গুপ্ত-র কাছে চিঠি লিখে চারজন আপ বিধায়কের স্থগিতাদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান।

চিঠিতে আতিশি বলেন, স্পিকারের পক্ষ থেকে বিরোধীদের অনুপস্থিতিকে 'গণতান্ত্রিক দায়িত্বে ব্যর্থতা' বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা "ভুল এবং অত্যন্ত ব্যঙ্গাত্মক"। তাঁর অভিযোগ, গত এক বছরে দিল্লি বিধানসভা কার্যত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেনি এবং সামান্য কারণেই বিরোধী বিধায়কদের সাসপেন্ড বা বের করে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বিশেষভাবে শীতকালীন অধিবেশনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, আপ বিধায়ক সঞ্জীব ঝা, কুলদীপ কুমার, জার্নেল সিং এবং সোম দত্তএই চারজনকে পুরো অধিবেশন জুড়ে সাসপেন্ড করা হয়। শুধু তাই নয়, তাঁদের বিধানসভা প্রাঙ্গণে প্রবেশ এবং পরবর্তী কমিটির বৈঠকেও অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। আতিশির কথায়, "এটি শৃঙ্খলা নয়, বরং ভিন্নমত দমনের উদ্দেশ্যে শাস্তি।" বিরোধী দলনেত্রীর আরও অভিযোগ, বিজেপি বিধায়করা টানা দু'দিন অধিবেশন ব্যাহত করলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। "না সাসপেনশন, না জবাবদিহিএমন পক্ষপাতমূলক আচরণ দিল্লি বিধানসভার ইতিহাসে নজিরবিহীন," বলেন তিনি।

আতিশি জানান, চলতি বাজেট অধিবেশনে অংশ নিতে বিরোধীরা আগ্রহী, কারণ এর সিদ্ধান্ত রাজধানীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। ২১ মার্চ স্পিকারের সঙ্গে বৈঠকে আপ প্রতিনিধিদল গঠনমূলক আলোচনার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিল।

তবে তাঁর দাবি, "ভয়, বঞ্চনা ও নির্বাচিত শাস্তির পরিবেশে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ সম্ভব নয়।" তাই চার বিধায়কের সাসপেনশন অবিলম্বে প্রত্যাহার করার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়া হলে বিরোধী সব বিধায়কই অধিবেশনে পূর্ণমাত্রায় অংশ নেবেন। একইসঙ্গে বিধানসভার মর্যাদা, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারের দায় স্পিকারের উপরই বর্তায় বলেও উল্লেখ করেন আতিশি।

এদিকে, চার বিধায়কের সাসপেনশনের প্রতিবাদে সোমবার দিল্লি বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভও দেখায় আম আদমি পার্টি।

জলের বিরোধে কর্ণাটকে এসসি-এসটি সংঘর্ষ, আহত ২৪

গাদাগ (কর্ণাটক), ২৪ মার্চ (আইএএনএস): জলের ব্যবহারকে কেন্দ্র করে কর্ণাটকের গাদাগ জেলার মুন্ডারগি তালুকের চিক্কাভাড্ডাট্টি গ্রামে তফসিলি জাতি (এসসি) ও তফসিলি উপজাতি (এসটি) সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২৪ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জেলাশাসন শীঘ্রই একটি শান্তি বৈঠকের আয়োজন করার পরিকল্পনা করছে।

কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গ্রামে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।

ঘটনার সূত্রপাত হয় যখন এসসি সম্প্রদায়ের এক যুবক এসটি সম্প্রদায়ভুক্ত এক কৃষকের জমির বোরওয়েল থেকে জল পান করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা শুরু হলেও পরে তা বড় আকারের সংঘর্ষে রূপ নেয়। দুই পক্ষের বহু মানুষ জড়ো হয়ে একে অপরের উপর হামলা চালায়।

সংঘর্ষে লাঠি, কাঠের ডান্ডা ও পাথর ব্যবহার করা হয়, যার ফলে বহু মানুষ আহত হন। আহতদের মধ্যে মহিলারাও রয়েছেন। তিনজনের মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে, বেশ কয়েকজনের হাত ও পায়ে ভাঙন ধরেছে, বাকিরা সামান্য জখম হয়েছেন।

আহতদের গাদাগ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (জিআইএমএস) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে।

পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে হাসপাতালের তিনটি ওয়ার্ডে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া এসটি সম্প্রদায়ের আরও নয়জন আহতকে মুন্ডারগি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

ঘটনার পর গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বড় সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জেলার পুলিশ সুপার রোহন জগদীশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানান, প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রশাসনের প্রাথমিক অনুমান, পূর্বের শত্রুতাও এই সংঘর্ষের পিছনে ভূমিকা থাকতে পারে। সহকারী কমিশনার গঙ্গাপ্পাও ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিদর্শন করে আহতদের খোঁজখবর নেন এবং যথাযথ চিকিৎসার নির্দেশ দেন।

মঙ্গলবার পুরাতন আরএমএস চৌমুহনী এলাকা পরিদর্শন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

দীর্ঘক্ষণ একই জায়গায় বসে কাজ করলে শরীরে কী কী ঘটে

ল্যাপটপের দিকে ঝুঁকে থাকা, ঘাড় এগিয়ে কাজ করাএই অভ্যাসে মেরুদণ্ডের ওপর চাপ পড়ে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দীর্ঘ সময় স্ক্রিন ব্যবহারে ঘাড়ে ব্যথার ঝুঁকি প্রায় ৪৬ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। কয়েক ঘণ্টা একই ভঙ্গিতে বসে থাকলে সেই চাপ আরও বাড়ে।

ওয়ার্ক ফর্ম হোম হোক বা অফিস ওয়ার্ক,সকাল বেলায় চেয়ারে বসেছেন। ল্যাপটপ খুলেছেন। তারপর একের পর এক মিটিং, সময়সীমা, রিপোর্ট। চোখ তুলতেই সন্ধ্যা। শরীর ক্লান্ত, কোমর ব্যাথা কিন্তু জানেন কি, শুধু শরীর নয়, আপনার ব্রেনের কতটা ক্ষতি হচ্ছে?

মুম্বইয়ের নিউরোলজিস্ট ডা. সচিন আড়ুকিয়ার কথায়, দীর্ঘ সময় একটানা বসে থাকা এখন তরুণ চাকরিজীবীদের জন্য বিপদ হয়ে উঠেছে। এটি শুধু ঘাড়-কোমরের ব্যথা নয়, মনোযোগ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং দীর্ঘমেয়াদি মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছে।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, টানা তিন ঘণ্টা বসে থাকলে মস্তিষ্কের প্রিফ্রন্টাল অংশে রক্তপ্রবাহ কমে গিয়েছে। এই অংশই আমাদের পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত ও মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ করে। হঠাৎ বড় সমস্যা না হলেও দিনের শেষে মন খারাপ লাগা, কাজের গতি কমে যাওযার মত সমস্যা দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, দীর্ঘক্ষণ বসে থাকায় শরীরে গ্লুকোজের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, রক্তচাপ ওঠানামা করে। ফলে মস্তিষ্ক আদর্শ পরিবেশে কাজ করতে পারে না।

ল্যাপটপের দিকে ঝুঁকে থাকা, ঘাড় এগিয়ে কাজ করাএই অভ্যাসে মেরুদণ্ডের ওপর চাপ পড়ে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দীর্ঘ সময় স্ক্রিন ব্যবহারে ঘাড়ে ব্যথার ঝুঁকি প্রায় ৪৬ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। কয়েক ঘণ্টা একই ভঙ্গিতে বসে থাকলে সেই চাপ আরও বাড়ে। এটি শুধু অস্বস্তি নয় দীর্ঘমেয়াদে ক্লান্তি, মনোযোগের ঘাটতি এবং কাজের মান কমে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ডেস্কে বসে কাজ মানেই আরামএই ধারণা ভুল বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। দীর্ঘ সময় বসে উচ্চ মানসিক চাপে কাজ করলে শরীরে স্ট্রেস হরমোনের পরিবর্তন ঘটে। রক্তচাপ বেড়ে যায়, স্নায়বিক চাপ বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব পড়তে পারে স্মৃতি ও চিন্তাশক্তির ক্ষেত্রে। প্রতি ২০---৩০ মিনিট অন্তর ২—৩ মিনিট দাঁড়ান বা হাঁটুন স্ক্রিন চোখের সমতলে রাখুন সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি মাত্রার শরীরচর্চা করুন দীর্ঘ সময় এক ভঙ্গিতে বসে থাকবেন না

ভেজাল পনির তৈরি হয় গুঁড়ো দুধ, পাম অয়েল, স্টার্চ

ভেজাল পনির তৈরি হয় গুঁড়ো দুধ, পাম অয়েল, স্টার্চ, এমনকি কখনও কখনও ডিটারজেন্ট এবং ইউরিয়ার মতো মারাত্মক সব উপাদান দিয়ে। এগুলো দীর্ঘমেয়াদে শরীরে গেলে কিডনি ও লিভারের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের জন্য এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এতে পুষ্টিগুণ তো থাকেই না, উল্টে হজমের সমস্যা ও ফুড পয়জনিংয়ের আশঙ্কা থেকে যায়।

ডালনা হোক বা পনির বাটার মশালা- নিরামিষ পাতের অন্যতম হিরো হল পনির। কিন্তু আপনার সাধের পনিরটি কি আদতে খাঁটি দুধে তৈরি? নাকি শরীরের বারোটা বাজাতে প্লেটে হানা দিয়েছে ক্ষতিকারক কেমিক্যাল বা ডিটারজেন্ট মেশানো জাল পনির? সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি-দাতিয়া হাইওয়েতে খাদ্য সুরক্ষা দফতর এক বিশাল পরিমাণ ভেজাল পনির বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই পনিরের নমুনা পরীক্ষা করতেই শিউরে ওঠার মতো তথ্য উঠে এসেছে। বাজারে রমরমিয়ে চলা এই 'সিন্থেটিক' পনিরের হাত থেকে পরিবারকে বাঁচাতে থেকে যায়। খাঁটি পনির চিনুন এইভাবে

এক টুকরো পনির জলে ৫ মিনিট ফুটিয়ে নিন। জল ঠান্ডা হলে তাতে কয়েক ফোঁটা আয়োডিন টিংচার দিন। যদি পনিরের রঙ নীল বা গাঢ় হয়ে যায়, বুঝবেন এতে স্টার্চ মেশানো আছে।

এক টুকরো পনির হাতের তালুতে নিয়ে জোরে চাপ দিন। খাঁটি পনির সহজে ভাঙবে না বা গুঁড়ো হবে না। কিন্তু সিন্থেটিক পনির চাপ দিলেই ভেঙে পড়বে।

খাঁটি পনিরের থেকে একটা মিষ্টি দুধের গন্ধ বেরোয়। যদি পনির থেকে টক বা উৎকট রাসায়নিকের গন্ধ আসে, তবে তা কেনা থেকে বিরত থাকুন।

সামান্য পনির ফুটিয়ে নিয়ে তার ওপর সামান্য অড়হর ডালের গুঁড়ো বা সোয়াবিন পাউডার ছড়িয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। পনিরের রঙ যদি লালচে হয়ে যায়, তবে নিশ্চিত থাকুন এতে ডিটারজেন্ট বা ইউরিয়া রয়েছে। মুখে দিলেই তফাতটা ধরা পড়ে। আসল পনির মুখে দিলে গলে যায় এবং দুধের স্বাদ পাওয়া যায়। ভেজাল পনির চিবোতে গেলে রবারের মতো মনে হয়।

প্যান বা কড়াইতে পনির গরম

আপনার রান্নাঘরকেই বানান ল্যাবরেটরি। কীভাবে বুঝবেন আপনি যা খাচ্ছেন তা বিষ না বিষমুক্ত? রইল সাতটি সহজ উপায়।

কেন এই পনির বিপজ্জনক?

ভেজাল পনির তৈরি হয় গুঁড়ো দুধ, পাম অয়েল, স্টার্চ, এমনকি কখনও কখনও ডিটারজেন্ট এবং ইউরিয়ার মতো মারাত্মক সব উপাদান দিয়ে। এগুলো দীর্ঘমেয়াদে শরীরে গেলে কিডনি ও লিভারের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের জন্য এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এতে পুষ্টিগুণ তো থাকেই না, উল্টে হজমের সমস্যা ও ফুড পয়জনিংয়ের আশঙ্কা

করুন। খাঁটি পনির ভাজলে হালকা সোনালি বা বাদামি আভা নেয়। কিন্তু ভেজাল পনির থেকে অস্বাভাবিক জল বেরোতে শুরু করে এবং এটি অদ্ভুতভাবে গলতে থাকে। কাটার সময় খেয়াল করুন। খাঁটি পনির মসৃণভাবে কাটা যায়। ভেজাল পনির কাটার সময় অনেক সময় ছিবড়ের মতো উঠে আসে।

খাবার আগে একটু সচেতন হলে আপনি আর আপনার পরিবার সুস্থ থাকবেন। মনে রাখবেন, সস্তা বা দেখতে সুন্দর পনির মানেই কিন্তু তা স্বাস্থ্যকর নয়। তাই বাজার থেকে এনে পনির পরীক্ষা করে তবে খান। বাড়িতে বানিয়ে নেওয়াই সব থেকে ভালো।

মুসুর, মুগ, অড়হর প্রতিটি ডালেই প্রোটিন আছে

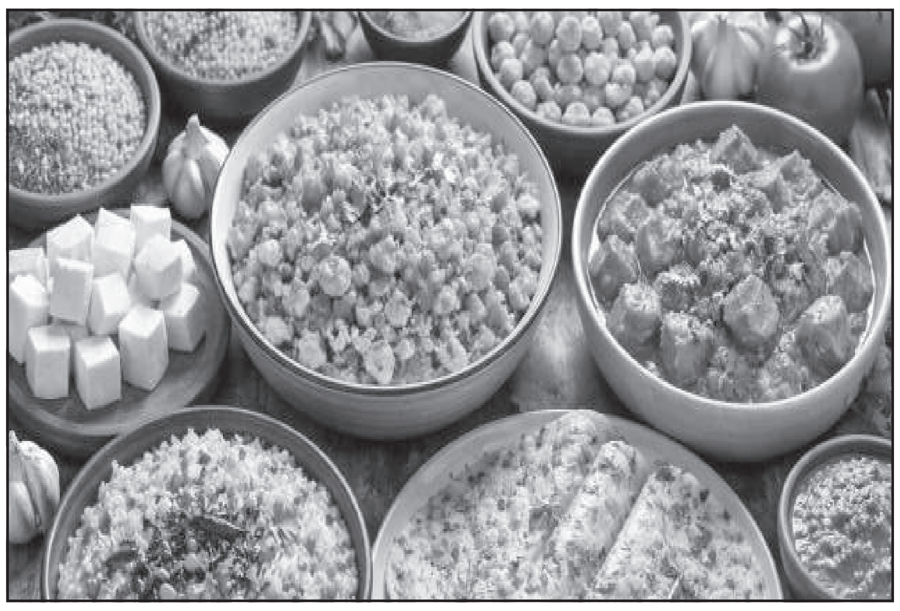

মুসুর, মুগ, অড়হরপ্রতিটি ডালেই প্রোটিন প্রায় সমপরিমাণ। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা বলেন, একাধিক ডাল মিশিয়ে রান্না করলে পুষ্টিগুণ আরও সুষম হয়। ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় হজমেও সহায়ক। ব্রেকফাস্ট এ মুগ ডালের চিলা কিংবা দুপুরে মেশানো ডালদুইই শরীরকে রাখে স্থির ও সতেজ।

দুপুর গড়াতেই ক্লান্তি আসে? বিকেলের দিকে হঠাৎ অকারণ খিদে পায়? অনেক সময় তার কারণ লুকিয়ে থাকে কি খাচ্ছেন তার ভিতরেই। শরীর ভালো রাখতে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তার কথা নতুন কিছু নয়, কিন্তু নিরামিষভোজীদের ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন প্রায়ই ওঠেমাংস বা ডিম ছাড়া কি যথেষ্ট প্রোটিন মিলবে? পুষ্টিবিদদের মতে, উত্তর এককথায়হ্যাঁ। সঠিক উপাদান বেছে নিলেই নিরামিষ রান্নাও হতে পারে পরিপূর্ণ, পুষ্টিকর। প্রোটিন শরীরের পেশি গঠনে সাহায্য করে, দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে এবং রক্তে শর্করার ওঠানামা নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাই প্রতিদিনের খাবারে ডাল, পনির, সয়া, ছোলা বা রাজমার মতো উপাদান থাকলে আলাদা করে ভাবনার প্রয়োজন পড়ে না।

পনির: দুধ থেকে তৈরি এই খাবার উচ্চমানের প্রোটিনের উৎস। দ্রুত রান্না করা যায় বলে ব্যস্ত জীবনে বিশেষ জনপ্রিয়। একদম চটপট পনির বানাতে চাইলে বানিয়ে ফেলুন পনির ভুর্জি। টমেটো আর হালকা মশলায় নরম পনির মিশে তৈরি হয় পুষ্টিকর পদ, যা রুটি বা পাউরুটির সঙ্গে খেতে বেশ লাগবে। রুটির মধ্যে পুরে রোল বানিয়ে বাচ্চাদেরও দিতে পারেন। আর এই ভুর্জি দিয়েই বানাতে পারেন স্যান্ডুইচ।

ডাল: মুসুর, মুগ, অড়হরপ্রতিটি ডালেই প্রোটিন প্রায় সমপরিমাণ। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা বলেন, একাধিক ডাল মিশিয়ে রান্না করলে পুষ্টিগুণ আরও সুষম হয়। ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় হজমেও সহায়ক। ব্রেকফাস্ট এ মুগ ডালের চিলা কিংবা দুপুরে মেশানো ডালদুইই শরীরকে রাখে স্থির ও সতেজ।

সয়াবিন:

সয়াবিন ও সয়া কুচি প্রোটিনে সমৃদ্ধ এবং ফ্যাটও কম। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত কিন্তু পরিমিত সয়া গ্রহণ অধিকাংশ মানুষের জন্য নিরাপদ। সয়াবিনের তরকারি বা সয়া কুচি পোলাও ভালো ভাবে রান্না করলে মাংস কেও হার মানাবে। সব মিলিয়ে, নিরামিষ রান্না মানেই একঘেঁয়ে নয়। সামান্য পরিকল্পনায় পনির, ডাল ও সয়াবিন দিয়ে তৈরি হতে পারে স্বাস্থ্যকর খাবার। প্রতিদিনের থালায় এই খাবার থাকলে আলাদা প্রোটিন নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। পেট, মন শরীর তিনটেই ভালো থাকবে।

ভাগ্য ফেরাতে কাজে লাগান ফেংশুইয়ের এই পাঁচ টোটকা

আগের দিনে বণিকরা যে ধরনের বাণিজ্যতরী নিয়ে ব্যবসা করতে যেতেন, সেই আদলে তৈরি ছোট জাহাজ আপনার ভাগ্য বদলে দিতে পারে। তবে একটা বিশেষ নিয়ম মাথায় রাখতে হবে জাহাজের মুখ যেন সবসময় আপনার ঘরের ভেতরের দিকে থাকে।

চারটে দেওয়াল আর একটা ছাদ ব্যস, এটুকুই কি একটা ঘর? মানুষের জীবনে মাথার ওপর ছাদ থাকাটা যতটা জরুরি, সেই ঘরের অন্দরে শান্তি থাকাটা তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায়, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ঘর সাজানো হয়েছে, দামী আসবাব থেকে চাকচিক্য অভাব নেই কোনও কিছুরই। তাও যেন মন টিকছে না, ঘরে ঢুকলেই একটা অস্বস্তি দানা বাঁধছে। বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী যেন কোথায় উধাও! আসলে দোষটা কিন্তু আপনার নয়, হতে পারে আপনার বাড়ির অন্দরে থাকা 'এনার্জি' বা শক্তির।

ফেংশুই বলছে, ঘরের সাজসজ্জার ওপর নির্ভর করে আমাদের ভাগ্য। ঠিক দিকে ঠিক জিনিসটি রাখলে যেমন বাধা কাটিয়ে অর্থলাভ হয়, তেমনই ফেরে মানসিক শান্তি। আপনার ঘরকে পজিটিভ এনার্জির খনি করে তুলতে কোন ৫টি জিনিস আজই রাখবেন? দেখে নিন একনজরে।

ফেংশুইতে সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড় প্রতীক হল 'কই' মাছ। তবে আমাদের চেনা দেশি কই নয়, এগুলো দেখতে অনেকটা সোনালি রঙের গোল্ডফিশের মতো, যাকে বলা হয় 'কোই কার্প'। বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে বা ড্রয়িং রুমে এই মাছের ছবি কিংবা শো-পিস রাখা অত্যন্ত শুভ। যদি বাড়িতে জ্যান্ত মাছ রাখার মতো অ্যাকোয়ারিয়াম করার জায়গা না থাকে, তবে দেওয়ালে এই মাছের সুন্দর কোনও ছবি লাগাতে পারেন। বিশ্বাস করা হয়, এটি আটকে যাওয়া টাকা ঘরে ফিরিয়ে আনে।

'ওয়েলথ শিপ'

আগের দিনে বণিকরা যে ধরনের বাণিজ্যতরী নিয়ে ব্যবসা করতে যেতেন, সেই আদলে তৈরি ছোট জাহাজ আপনার ভাগ্য বদলে দিতে পারে। তবে একটা বিশেষ নিয়ম মাথায় রাখতে হবে জাহাজের মুখ যেন সবসময় আপনার ঘরের ভেতরের দিকে থাকে। এর অর্থ হল সম্পদ আপনার ঘরে প্রবেশ করছে। উজ্জ্বল সোনালি রঙের পাল তোলা জাহাজ আপনার কেরিয়ার ও ব্যবসায়িক শ্রীবৃদ্ধিতে ঝড়ের গতিতে সাহায্য করবে।

হাতি ও ড্রাগন

ঘরকে সুরক্ষিত রাখতে এবং পরিবারে স্থায়িত্ব বজায় রাখতে হাতি বা ড্রাগনের জুড়ি মেলা ভার। বিশেষ করে কাঠের বা ধাতুর তৈরি জোড়া হাতির মূর্তি যদি ঘরের মূল দরজার দিকে মুখ করে রাখা যায়, তবে অশুভ শক্তি ভেতরে ঢুকতে পারে না। আবার কেরিয়ারে বড় কোনও সাফল্যের জন্য উড়ন্ত ঘোড়া বা ফিনিক্স পাখির ছবি আপনার ড্রয়িং রুমে রাখতে পারেন, যা সাফল্যের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে জানাচ্ছে চিনা বাস্তুশাস্ত্র বা ফেংশুই।

বহমান জল ও ঝরনা

ফেংশুই মতে, বহমান জল মানেই হল বহমান সম্পদ। ঘরের দেওয়ালে যদি কোনও ঝরনা বা নদীর ছবি রাখেন, তবে তা আপনার মনকে শান্ত রাখার পাশাপাশি নেতিবাচক শক্তিকেও ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। তবে খেয়াল রাখবেন, ছবির জল যেন আপনার ঘরের দরজার দিকে প্রবাহিত না হয়, বরং তা যেন ঘরের ভেতরের দিকে থাকে। উত্তর দিকে এমন ছবি রাখা কেরিয়ারের উন্নতির জন্য সেরা। সোনালি পাহাড় চাকরি বা কর্মক্ষেত্রে যদি বারবার বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তবে আপনার বসার জায়গা বা চেয়ারের ঠিক পেছনের দেওয়ালে একটি সোনালি পাহাড়ের ছবি লাগান। এটি স্থিতিশীলতা এবং পাহাড়ের মতো শক্ত সমর্থনের প্রতীক। এটি আপনাকে আর্থিক নিরাপত্তা দেবে এবং কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির পথ প্রশস্ত করবে। বাস্তু বা ফেংশুই আসলে কোনও ম্যাজিক নয়, বরং আপনার চারপাশের পরিবেশকে পজিটিভ করে তোলার একটি উপায়। ছোট এই বদলগুলো আপনার অন্দরে পজিটিভ এনার্জি বা 'চি'র প্রবাহ বাড়িয়ে দেবে, যা আপনার জীবনে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য নিয়ে আসবেই বলে আশ্বাস দিচ্ছে ফেংশুই।

মাইগ্রেনের যন্ত্রনায় কাবু? বাড়িতে বানানো এই তেলে পাবেন মুক্তি

আসলে কালোজিরের তেলে রয়েছে 'থাইমোকুইনোন'। নামটা খটোমটো হলেও এর কাজ কিন্তু বেশ সহজ। এটি শরীরে ঢুকে সরাসরি প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন কমাতে শুরু করে। মাইগ্রেনের সময় আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোতে যে উত্তেজনা তৈরি হয়, কালোজিরের তেলের প্রলেপ সেই স্নায়ুগুলোকে শান্ত করে দেয়। ফলে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক হয় এবং ব্যথার তীব্রতা কমতে শুরু করে।

ভোরবেলা হোক বা কাজের চাপে দুপুরের চড়া রোদে মাইগ্রেনের ব্যথা যাদের সঙ্গী, তাঁরা জানেন এই যন্ত্রণা ঠিক কতটা ভয়ংকর। একবার শুরু হলে যেন মনে হয় মাথার ভেতর কেউ হাতুড়ি পিটাচ্ছে! আলো সয় না, আওয়াজ সয় না, এমনকি গা গোলানো আর বমির চোটে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। একবার এই যন্ত্রণা শুরু হলে অন্ধকার ঘর আর একগাদা কড়া ওষুধের ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণায় উঠে আসছে এক চমকপ্রদ তথ্য। সমাধান লুকিয়ে আছে আপনার হাতের কাছেই ছোট্ট এক শিশি কালোজিরের তেলে!

আসলে কালোজিরের তেলে রয়েছে 'থাইমোকুইনোন'। নামটা খটোমটো হলেও এর কাজ কিন্তু বেশ সহজ। এটি শরীরে ঢুকে সরাসরি প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন কমাতে শুরু করে।

মাইগ্রেনের সময় আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোতে যে উত্তেজনা তৈরি হয়, কালোজিরের তেলের প্রলেপ সেই স্নায়ুগুলোকে শান্ত করে দেয়। ফলে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক হয় এবং ব্যথার তীব্রতা কমতে শুরু করে। পিপারমিন্ট কম্বো: ২ চামচ কালোজিরে তেলের সঙ্গে সামান্য পুদিনার তেল মিশিয়ে কপালে মালিশ করুন। পুদিনার শীতল ভাব আর কালোজিরের গুণ নিমেষেই পেশির টান কমাবে।

ওয়ার্ম থেরাপি: যদি সাইনাসের ধাত থাকে, তবে সমপরিমাণ কালোজিরে ও তিলের তেল সামান্য গরম করে ঘাড়ের পেছন থেকে পুরো মাথায় মালিশ করুন। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। ইনস্ট্যান্ট লেমন মিক্স: হাতের কাছে অন্য কিছু না থাকলে এক চামচ কালোজিরে তেলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে কপালে ঘষে নিন। এতে তাৎক্ষণিক আরাম পাওয়া যায়।

কীভাবে বানাবেন এই তেল?

বাজারের প্রসেসড তেলের চেয়ে বাড়িতে তৈরি বিশুদ্ধ তেলের গুণ অনেক বেশি। এক কাপ কালোজিরে গুঁড়ো করে কাঁচের শিশিতে নিয়ে তাতে নারকেল বা অলিভ অয়েল দিয়ে দিন। রোদে ৩-৪ দিন রাখলেই তেলের রঙ কালচে হয়ে উঠবে। ব্যাস, আপনার ঘরোয়া 'পেনকিলার' তৈরি! ব্যথা যখন মাত্রাছাড়া, তখন শুধু ওষুধের ওপর নির্ভর না করে বিজ্ঞানের আশীর্বাদপুষ্ট এই প্রাকৃতিক উপায়ের ওপর ভরসা রাখতেই পারেন। মাইগ্রেনকে জীবন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলা হয়তো কঠিন, কিন্তু সঠিক টোটকায় একে বশে রাখা কিন্তু আপনার হাতেই!

হোয়াটসঅ্যাপে আসছে নতুন ম্যাজিক ফিচার

দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময় বন্ধু ভালোবাসার মানুষ বা পরিচিতদের ফোন নম্বর, ব্যাংক ওটিপি , বাড়ির ঠিকানা বা গোপন পাসওয়ার্ড টেক্সট করার প্রয়োজন পড়ে। কাজ মিটে গেলে সেই মেসেজ ম্যানুয়ালি ডিলিট করার কথা মাথায় থাকে না অনেকেরই। এই অসতর্কতার সুযোগ নিতে পারে হ্যাকাররা। হোয়াটসঅ্যাপের এই নতুন সিস্টেম সেই ভয় দূর করবে।

ব্যক্তিগত চ্যাট হোক বা গোপনীয় কোনও তথ্য ডিজিটাল যুগে নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ব্যবহারকারীদের সেই উদ্বেগ মেটাতেই এবার কোমর বেঁধে নামছে মেটা-র মালিকানাধীন মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপ। চ্যাট বক্সে আর জমে থাকবে না অপ্রয়োজনীয় বা সংবেদনশীল মেসেজ। কারণ, খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে 'আফটার রিডিং' নামের একটি দুর্ধর্ষ ফিচার। একবার পড়া হয়ে গেলেই মেসেজ ডিলিট হয়ে যাবে নিজে থেকেই।

কী এই 'আফটার রিডিং' ফিচার?

বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপে 'ডিসঅ্যাপিয়ারিং মেসেজ' ফিচারের সুবিধা থাকলেও, নতুন এই আপডেটটি আরও এক ধাপ এগিয়ে। টেক দুনিয়ার খবর অনুযায়ী, এই ফিচারের মূল লক্ষ্য হল চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখা। যখনই প্রাপক প্রেরিত মেসেজটি খুলবেন, অমনি শুরু হয়ে যাবে একটি বিশেষ কাউন্টডাউন। ঠিক ১৫ মিনিটের মাথায় সেই মেসেজ প্রেরক এবং প্রাপক দুই পক্ষের চ্যাট বক্স থেকেই চিরতরে মুছে যাবে। কেন এই ফিচার জরুরি?

দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময় বন্ধু ভালোবাসার মানুষ বা পরিচিতদের ফোন নম্বর, ব্যাংক ওটিপি, বাড়ির ঠিকানা বা গোপন পাসওয়ার্ড টেক্সট করার প্রয়োজন পড়ে। কাজ মিটে গেলে সেই মেসেজ ম্যানুয়ালি ডিলিট করার কথা মাথায় থাকে না অনেকেরই। এই অসতর্কতার সুযোগ নিতে পারে হ্যাকাররা। হোয়াটসঅ্যাপের এই নতুন সিস্টেম সেই ভয় দূর করবে।

ফিচারের খুঁটিনাটি:

১৫ মিনিটের ডেডলাইন: মেসেজটি পড়া মাত্রই ১৫ মিনিটের সময়সীমা শুরু হয়ে যাবে। অটো-এক্সপায়ারি: যদি প্রাপক মেসেজটি না খোলেন, তবে সেটি ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত চ্যাটে থাকবে। এরপর সেটি নিজে থেকেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। ইউজার কন্ট্রোল: ব্যবহারকারীরা চাইলে এই ফিচারটি নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন। কবে নাগাদ মিলবে এই সুবিধা? রিপোর্ট অনুযায়ী, অ্যান্ড্রয়েড বিটা ভার্সন ২.২৬.১২.২-তে এই ফিচারের দেখা মিলেছে। যদিও সাধারণ ব্যবহারকারী বা বিটা টেস্টারদের জন্য এখনও এটি চালু করা হয়নি। বর্তমানে ফিচারটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আশা করা যাচ্ছে, দ্রুত ট্রায়াল শেষ করে এটি বিশ্বের সমস্ত স্মার্টফোনে পৌঁছে যাবে। ডিজিটাল নিরাপত্তার খাতিরে হোয়াটসঅ্যাপের এই পদক্ষেপ যে প্রযুক্তি বিশ্বে বড়সড় বদল আনতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এখন শুধু দেখার, এই নতুন চমক ব্যবহারকারীদের কতটা মন জয় করতে পারে।

মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

টিকিট বাতিলে নতুন নিয়ম আনল ভারতীয় রেল, ফেরতের শর্তে বড় পরিবর্তন

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ(আইএএনএস): টিকিট কালোবাজারি রুখতে এবং যাত্রীদের আরও সুবিধা দিতে টিকিট বাতিলের নিয়মে বড় পরিবর্তন আনল ভারতীয় রেল। নতুন নিয়মে বাতিলের সময় অনুযায়ী ফেরতের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বোর্ডিং স্টেশন পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও বাড়ানো হয়েছে সময়সীমা।

রেল মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই সংশোধিত নিয়মগুলি ধাপে ধাপে ১ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল, ২০২৬-এর মধ্যে কার্যকর হবে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ট্রেন ছাড়ার ৭২ ঘণ্টা আগে টিকিট বাতিল করলে সর্বাধিক ফেরত পাওয়া যাবে, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বাতিল চার্জ কাটা হবে। ৭২ ঘণ্টা থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাতিল করলে ভাড়ার ২৫ শতাংশ কাটা হবে (ন্যূনতম চার্জ সাপেক্ষে)।

আরও দেরিতে বাতিল করলে জরিমানা বাড়বে। ট্রেন ছাড়ার ২৪ ঘণ্টা থেকে ৮ ঘণ্টার মধ্যে বাতিল করলে ৫০ শতাংশ ভাড়া কাটা হবে। আর ৮ ঘণ্টার কম সময় বাকি থাকলে টিকিট বাতিলের ক্ষেত্রে কোনও ফেরত মিলবে না।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "টিকিট বুকিংয়ের ধরন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, দালালরা অতিরিক্ত টিকিট বুক করে এবং বিক্রি না হলে যাত্রার আগে তা বাতিল করে বড় অঙ্কের টাকা ফেরত পেত।" এই প্রবণতা রুখতেই নিয়ম কঠোর করা হয়েছে।

এছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার জন্য বোর্ডিং স্টেশন পরিবর্তনের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। এখন ট্রেন ছাড়ার নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট আগে পর্যন্ত বোর্ডিং স্টেশন পরিবর্তন করা যাবে।

বর্তমানে এই সুবিধা শুধুমাত্র চার্ট প্রস্তুতির আগে পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। নতুন নিয়মে বিশেষ করে বড় শহরগুলিতে, যেখানে একাধিক স্টেশন রয়েছে, যাত্রীরা নিজেদের সুবিধামতো স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠতে পারবেন।

রেল মন্ত্রকের মতে, এই পদক্ষেপ যাত্রীদের আরও নমনীয়তা দেবে এবং একই সঙ্গে টিকিট ব্যবস্থার অপব্যবহার কমাতে সাহায্য করবে।

ভোটের আগে প্রস্তুতি জোরদারে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ইসিআই-এর, কঠোর নজরদারির নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (আইএএনএস) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতি জোরদার করতে উচ্চপর্যায়ের সমন্বয় বৈঠক করল ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে ভোটগ্রহণকারী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির শীর্ষ আধিকারিকরা অংশ নেন।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্যসচিব, মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও), পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিজিপি) সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। মোট পাঁচটি ভোটমুখী রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ১২টি প্রতিবেশী রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্ত ও প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধানরাও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং ভোটে অনিয়ম রোধের পদক্ষেপগুলি খতিয়ে দেখা হয়। কমিশন স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, ভোট যেন সহিংসতামুক্ত, ভয়ভীতিমুক্ত এবং প্রলোভনমুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার এস. এস. সান্ধু এবং বিবেক যোশী বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনী প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেন।

বৈঠকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বেআইনি নগদ অর্থ, মদ, মাদক ও অস্ত্র জব্দ করা, আন্তঃরাজ্য চেকপোস্টে নজরদারি জোরদার করা এবং ব্যয়সংবেদনশীল কেন্দ্র চিহ্নিত করার ওপর।

ভোটমুখী রাজ্যগুলির আধিকারিকরা তাদের প্রস্তুতি, প্রয়োগকারী পদক্ষেপ এবং কেন্দ্রীয় সংস্থা ও প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়গুলি তুলে ধরেন। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের ওপর জোর দিয়ে কমিশন নির্দেশ দেয়, বেআইনি প্রলোভন রুখতে আন্তঃ রাজ্য সীমান্ত সিল করে কড়া নজরদারি চালাতে হবে।

এছাড়া আয়কর দফতর, জিএসটি কর্তৃপক্ষ, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই), নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি) এবং বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীকে নজরদারি বাড়ানো ও সমন্বিত অভিযান জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন আরও জানায়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে বেআইনি নগদ, মদ, মাদকসহ অন্যান্য প্রলোভনমূলক সামগ্রী জব্দ করতে হবে। নির্বাচনী সূচি অনুযায়ী, অসম, কেরল ও পুদুচেরিতে ৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হবে। তামিলনাড়ুতে ভোট হবে ২৩ এপ্রিল। পশ্চিমবঙ্গে দু'দফায় ২৩ ও ২৯ এপ্রিল ভোট অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা হবে ৪ মে।

ইসিআই-এর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ অভিষেকের, 'বিএলএ তালিকা বিজেপির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে'

কলকাতা, ২৪ মার্চ (আইএএনএস) : ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)-এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় জনসভা থেকে তিনি দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) তালিকা ফাঁস করে বিজেপির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করেন, বিজেপি ফোন করে তৃণমূলের বিএলএদের ভয় দেখানোর পাশাপাশি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে।

অভিষেক বলেন, "বিএলএ-২ তালিকা বিজেপির হাতে চলে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশন থেকেই সরাসরি সেই তালিকা বিজেপির কাছে ফাঁস হয়েছে। সেই তালিকার ভিত্তিতেই দিল্লির বিজেপি অফিস থেকে ফোন আসছে।"

তিনি আরও বলেন, "ওরা টাকা অফার করছেবলছে, 'আমরা টাকা দেব, আমাদের হয়ে কাজ করুন।' আমি বলছি, ফোন ধরুন। টাকা নিন, দরদাম করুন! ২ হাজার দিলে ৫ হাজার চাইুন, ৫ হাজার দিলে ২০ হাজার চাইুন। টাকা নিন, কিন্তু ভোট যেন তৃণমূলেই যায় তা নিশ্চিত করুন।"

এদিন পাথরপ্রতিমা থেকেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই কেন্দ্র থেকে ৪০ হাজারের বেশি ব্যবধানে জয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করেন।

জনসভায় তিনি দলের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেন। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই প্রতিটি নাগরিককে পাকা বাড়ি দেওয়া হবে।

এছাড়া প্রতিটি ব্লকে 'সেবাশ্রয়' কেন্দ্র গড়ে তোলা, বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া, প্রত্যেক বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ এবং প্রবীণদের জন্য সর্বজনীন বার্ধক্যভাতা চালুর প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

বিজেপিকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, "এই নির্বাচন বিজেপিকে বাংলা থেকে উৎখাত করার লড়াই। আমি কথা দিচ্ছি, বিজেপির আসন সংখ্যা ৫০-এর নিচে নামিয়ে আনা হবে। ৪ মে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে চতুর্থবারের জন্য সরকার গড়বে তৃণমূল।"

আইন-শৃঙ্খলা ও দুর্নীতি নিয়ে নিশান্তকে আক্রমণ তেজস্বীর, বিহারে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র

পাটনা, ২৪ মার্চ (আইএএনএস): বিহারে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তেজস্বী যাদব। মঙ্গলবার পাটনায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, গত দুই দশকে রাজ্যে অপরাধের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

নিশান্ত কুমার-এর সাম্প্রতিক মন্তব্যকে লক্ষ্য করে তেজস্বী বলেন, ২০০৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বিহারে অপরাধের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-র তথ্য উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, সংগঠিত অপরাধ ও দুষ্কৃতী কার্যকলাপ এখন ব্যাপক আকার নিয়েছে।

তিনি বলেন, "এই বিষয়টি নিয়ে আমি ইতিমধ্যেই বিধানসভায় বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরেছি।"

এছাড়া তথাকথিত 'সম্রাট চৌধুরী মডেল' নিয়েও কটাক্ষ করেন তেজস্বী। সম্রাট চৌধুরী-কে নিশানা করে তিনি বলেন, এই ধরনের কোনও রাজনৈতিক মডেল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

তেজস্বীর দাবি, রাজ্যের মানুষ দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধির চাপে জর্জরিত এবং বর্তমান সরকারের প্রতি তাদের আস্থা কমছে।

সাম্প্রতিক শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে কৃষকদের ক্ষতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, সরকার সময়মতো সাহায্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

এই বিষয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার-কে চিঠি লিখে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

জনতা দল (ইউনাইটেড)-এ নিশান্ত কুমারের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তেজস্বী তা এড়িয়ে যান এবং একে দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মন্তব্য করেন।

সব মিলিয়ে, তাঁর এই মন্তব্যে বিহারের রাজনীতিতে সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে। তেজস্বীর অভিযোগ, রাজ্যের মানুষ ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছেন এবং বাড়তে থাকা অপরাধ ও দুর্নীতিতে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

তিনি আরও বলেন, আগামী দিনে জনগণ এই 'দুর্ব্যবস্থা'র বিরুদ্ধে কঠোর জবাব দেবে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় জনতা দল জনস্বার্থের বিষয়গুলি রাস্তায় ও বিধানসভায় জোরালোভাবে তুলে ধরতে থাকবে বলেও জানান তিনি।

এমপিসি বৈঠকে সুদের হার অপরিবর্তিত থাকতে পারে, মূল্যবৃদ্ধির চেয়ে তেলের ধাক্কায় বাড়তি ঝুঁকি: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ(আইএএনএস): আসন্ন মুদ্রানীতি কমিটির (এমপিসি) বৈঠকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক সুদের হার অপরিবর্তিত রাখতে পারে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। তাঁদের মতে, নিকট ভবিষ্যতে মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও তেলের দামের ধাক্কা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর বেশি প্রভাব ফেলতে পারে।

বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক এইচএসবিসি-এর অর্থনীতিবিদদের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, "বর্তমান পরিস্থিতি মূলত মূল্যস্ফীতির ধাক্কার চেয়ে প্রবৃদ্ধির ধাক্কা হিসেবে বেশি দেখা দেবে, অন্তত পাম্পের দামে পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত।" ফলে অবিলম্বে মূল্যস্ফীতির বড় চাপের সম্ভাবনা কম বলেই ইঙ্গিত মিলছে।

ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, এমপিসি বৈঠক হবে ৬-৮ এপ্রিল, ৩-৫ জুন, ৩-৫ অগস্ট, ৫-৭ অক্টোবর, ২-৪ ডিসেম্বর ২০২৬ এবং ৩-৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭। এর মধ্যে এপ্রিলের বৈঠকটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ৮ এপ্রিলের বৈঠকে মূল জোর থাকবে যোগাযোগের ওপরবিশেষ করে সাম্প্রতিক তেলের দামের ধাক্কা নিয়ে বাজারে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা দূর করার চেষ্টা করবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।

অর্থনীতিবিদদের মতে, আরবিআই সম্ভাব্য বিভিন্ন পরিস্থিতি, সংবেদনশীলতা এবং ভবিষ্যৎ নীতিগত প্রতিক্রিয়ার রূপরেখা তুলে ধরতে পারে।

তেলের দামের অস্থিরতা সত্ত্বেও, আপাতত সুদের হার বাড়ানোর সম্ভাবনা খুব কম বলেই মনে করছে ছছঙ্কঙ্খ। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণত এক বছর পরের মূল্যস্ফীতির প্রবণতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়, যা স্বল্পমেয়াদি চাপের তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে।

উল্লেখ্য, ছয় সদস্যের এমপিসি বছরে ছয়বার বৈঠক করে এবং সুদের হার, তারল্য নীতি সহ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই বৈঠকের ফলাফল আর্থিক বাজারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

গত বৈঠকে, যা ৪-৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা-এর নেতৃত্বে হয়, সেখানে রেপো রেট ৫.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয় এবং 'নিরপেক্ষ' অবস্থান বজায় রাখা হয়।

কমিটির মতে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও স্থিতিশীল রয়েছে। বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মাঝেও স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই ছিল এই সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য।

ভোটের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এক্সিট ও অপিনিয়ন পোল নিষিদ্ধ, কড়া সতর্কবার্তা ইসিআই-এর

চেন্নাই, ২৪ মার্চ (আইএএনএস) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এক্সিট পোল ও অপিনিয়ন পোল নিয়ে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করল ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। মঙ্গলবার কমিশন জানিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এক্সিট পোল পরিচালনা, প্রকাশ বা প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

নির্বাচনী সূচি অনুযায়ী, অসম, কেরল ও পুদুচেরিতে ৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হবে। তামিলনাড়ুতে ভোট ২৩ এপ্রিল এবং পশ্চিমবঙ্গে দু'দফায় ২৩ ও ২৯ এপ্রিল ভোট অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা হবে ৪ মে।

ইসিআই-এর নির্দেশ অনুযায়ী, ৯ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকেপ্রথম দফার ভোট শুরু হওয়ার সময়নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে এবং ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে সব দফার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত তা বহাল থাকবে।

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর আওতায় জারি এই নির্দেশ অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যমে এক্সিট পোলের ফলাফল প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে না।

এই পদক্ষেপের লক্ষ্য, ভোট চলাকালীন কোনওভাবেই ভোটারদের উপর প্রভাব না পড়ে এবং নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করা।

তামিলনাড়ুতে ২৩ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে। ইতিমধ্যেই সেখানে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার তুঙ্গে উঠেছে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অর্চনা পট্টনায়েক জানান, এক্সিট পোলের পাশাপাশি অপিনিয়ন পোল ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী বিষয়বস্তুর উপরও কড়া বিধিনিষেধ থাকবে, বিশেষ করে প্রচারের শেষ পর্যায়ে।

আইন অনুযায়ী, কোনও রাজ্যে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অপিনিয়ন পোল বা সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই 'সাইলেন্স পিরিয়ড'-এর উদ্দেশ্য, ভোটারদের শান্ত ও প্রভাবমুক্ত পরিবেশে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। ইসিআই জানিয়েছে, এই নিয়ম ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদমাধ্যম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে এই নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে এই নিষেধাজ্ঞা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

রায়দিঘিতে বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধার, স্ত্রী ও প্রেমিক গ্রেফতার; রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

কলকাতা, ২৪ মার্চ(আইএএনএস): দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাইদিঘি এলাকায় এক বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মঙ্গলবার। যদিও বিজেপির তরফে এটিকে রাজনৈতিক খুন বলা হচ্ছে, পুলিশ জানিয়েছে পারিবারিক সম্পর্কজনিত বিবাদ থেকেই এই খুনের সূত্রপাত হতে পারে।

মৃত ব্যক্তির নাম কিশোর মাঝি (৩৯), তিনি স্থানীয়ভাবে বিজেপির বুথ নম্বর ২১৬-এর সহ-সভাপতি ছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছে দিঘিরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মেনা এলাকায়।

সোমবার গভীর রাতে বাড়ির পাশের একটি পুকুরের ধারে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকেই এই ঘটনা ঘটতে পারে। তদন্তের শুরুতে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে মৃতের স্ত্রী অনিমা দাস এবং তাঁর কথিত প্রেমিক গোবিন্দ হালদারকে গ্রেফতার করা হয়। মৃতের বাবার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই এই গ্রেফতারি হয়েছে বলে জানা গেছে।

সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার বিশ্ব চাঁদ ঠাকুর জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

মৃতের পরিবারের এক সদস্য দাবি করেছেন, "গোবিন্দ হালদারের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জেরে সংসারে অশান্তি চলছিল। এই খুনের পিছনে রাজনৈতিক কোনও কারণ নেই।"

তবে ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পলাশ রানা, রায়দিঘি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। তিনি অভিযোগ করেন, "পুলিশ ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ন্যায়বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।"

অন্যদিকে, অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মথুরাপুরের তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদার বলেন, "এটি একটি প্রেমঘটিত বিষয়। বিজেপি রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করছে।"

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে এবং পুলিশ পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

গুজরাট ও বিহারে ৬৪৮ কোটি টাকার রেল প্রকল্পে ছাড়পত্র, বাড়বে সংযোগ ও গতি

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ(আইএএনএস): সংযোগ বৃদ্ধি, যানজট কমানো এবং রেল পরিষেবার দক্ষতা বাড়াতে গুজরাট ও বিহারে মোট ৬৪৭.৫৮ কোটি টাকার দুটি বড় পরিকাঠামো প্রকল্প অনুমোদন করল ভারতীয় রেল।

রেল মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে গুজরাটের কোসাম্বায় একটি রেল ওভার রেল (ট্টদ্রট্ট) ফ্লাইওভার নির্মাণ এবং বিহারের ভাগলপুরে একটি নতুন রেল বাইপাস তৈরি। গুজরাটে কোসাম্বা এলাকায় ৩৪৪.৩৮ কোটি টাকার প্রকল্পে ৯.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ কোসাম্বা-উমরপাড়া গেজ পরিবর্তন লাইনের জন্য একটি আরওআর ফ্লাইওভার তৈরি করা হবে, যা পশ্চিম রেলের অধীনে পড়ে। এই লাইনটি মুম্বই-ভদোদরা মূল লাইনের অংশ এবং বর্তমানে গেজ পরিবর্তনের কাজ চলছে।

রেল মন্ত্রকের মতে, ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডর থাকার কারণে এই লাইনের সরাসরি সংযোগ মাটির স্তরে সম্ভব নয়। তাই ফ্লাইওভার নির্মাণের মাধ্যমে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ সংযোগ নিশ্চিত করা হবে।

অন্যদিকে, ভাগলপুর-এ ৩০৩.২০ কোটি টাকার প্রকল্পে ১৩.৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বাইপাস নির্মাণ করা হবে। এই বাইপাসটি বারাহাট-ভাগলপুর শাখার গোনুধাম হল্টকে ভাগলপুর-সাহিবগঞ্জ লাইনের সাবৌর স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত করবে। বর্তমানে ভাগলপুর জংশনে ট্রেনগুলিকে ইঞ্জিন পরিবর্তন করতে হয়, যার ফলে বিলম্ব ও পরিচালনাগত সমস্যা তৈরি হয়। নতুন বাইপাস চালু হলে এই সমস্যা কমবে এবং ট্রেন চলাচল আরও দ্রুত ও সময়নিষ্ঠ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রেল মন্ত্রক জানিয়েছে, এই প্রকল্পগুলি রেল নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বাড়ানো এবং ক্রমবর্ধমান যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের চাহিদা মেটানোর বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। এর ফলে নিরাপত্তা ও পরিষেবার মানও উন্নত হবে।

এলপিজি মজুত ও কালোবাজারি রুখতে কড়া পদক্ষেপ, ৬৪২টি এফআইআর, গ্রেফতার ১৫৫

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (আইএএনএস) : এলপিজি মজুতদারি ও কালোবাজারি রুখতে দেশজুড়ে জোরদার অভিযান চালাচ্ছে কেন্দ্র। এখনও পর্যন্ত ৬৪২টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং প্রায় ১৫৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৩,৪০০টি তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে এবং প্রায় ১,০০০টি গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

অন্ধ্র প্রদেশ, হরিয়ানা, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানা-তে বড়সড় অভিযান চালানো হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি সোমবার ১,৫০০-র বেশি খুচরো বিক্রয় কেন্দ্র এবং এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরদের উপর আচমকা পরিদর্শন চালায়।

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশজুড়ে সব পেট্রোল পাম্প ও খুচরো বিক্রয় কেন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই চালু রয়েছে।

মন্ত্রক জানায়, কিছু এলাকায় গুজবের জেরে আতঙ্কে কেনাকাটা বেড়েছে, ফলে পেট্রোল পাম্পে ভিড় ও বিক্রি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে সরকার জানিয়েছে, দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে।

এছাড়া অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্রগুলিতে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। গৃহস্থালি পিএনজি ও সিএনজি পরিবহণ ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ সরবরাহ বজায় রয়েছে, আর শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ শতাংশ সরবরাহ বজায় রাখা হচ্ছে।

মঙ্গলবার আগরতলায় সাহা বাড়ির উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 3
24-03-2026, 23:57

পানীয় জলের দাবিতে চাম্পাহাওরে চার ঘণ্টার সড়ক অবরোধ, প্রশাসনের আশ্বাসে স্বাভাবিক পরিস্থিতি

খোয়াই, ২৪ মার্চ : পানীয় জলের তীব্র সংকটকে কেন্দ্র করে খোয়াই জেলার চাম্পাহাওর এলাকায় মঙ্গলবার সকালে চার ঘণ্টার সড়ক অবরোধে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটে খোয়াই মহকুমার তুলাশিখর ব্লকের অন্তর্গত চাম্পাহাওর এলাকায়, যা বনমন্ত্রীর বিধানসভা এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে বারবার স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা বাধ্য হয়ে চাম্পাহাওর-তুলাশিখর সড়ক অবরোধে নামেন।

অবরোধের জেরে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এতে সাধারণ যাত্রীদের চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে বিডিও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত পানীয় জলের সুব্যবস্থা করার সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দেন।

প্রশাসনের আশ্বাসের ভিত্তিতে প্রায় চার ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। ফলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি ও যান চলাচল।

তবে আন্দোলনকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রুত পানীয় জলের সমস্যা সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন তারা।

২০২৭ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে গোমতী জেলা, প্রথম পর্যায়ে ৫ হাজার-এর বেশী মানুষের স্ক্রিনিং সম্পন্ন

আগরতলা, ২৪ মার্চ: গোমতী জেলায় ”ইনটেনসিফাইড ম্যালেরিয়া এলিমিনেশন ক্যাম্পেইন ২০২৬”-এর অধীনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি চলছে। গত ১৫ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই উপসর্গহীন ব্যক্তিদের গণ-স্ক্রিনিং-এর মাধ্যমে ম্যালেরিয়া পরজীবী নির্মূল করা। জেলা ভিবিডিপি কনসালটেন্ট ডা. রত্নবীর সিনহা জানান, ২০২৫ সালের প্রেক্ষাপট ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই এই বছরের পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। গত বছর জেলায় ১০৮,৩৩২ জন উপসর্গযুক্ত রোগীর পরীক্ষা করা হয়েছিল, যার মধ্যে ১২৪ জন পজিটিভ ছিল। এই ১২৪ জন রোগী ওই ৪৬টি পাড়ারই বাসিন্দা ছিল, যেগুলোকে এই বছর সম্পূর্ণ স্ক্রিনিং-এর আওতায় আনা হয়েছে। ২০২৬ সালের এই অভিযানে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ওই ৪৬টি পাড়ার ওপর, যেখানে ২০২৫ সালে একজন ম্যালেরিয়া রোগীও সংক্রমিত হয়েছে। এই পাড়াগুলিতে মোট ১১,৮৩৫ জন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫,৩০৬ জনের স্ক্রিনিং সম্পন্ন হয়েছে। জেলা ভিবিডি অফিসার ডা. সৌমিক চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে, ২০২৬ সালের এই অভিযানে এই পর্যন্ত স্ক্রিনিং করা উপসর্গহীন ব্যক্তিদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত কোনো পজিটিভ কেস পাওয়া যায়নি। তিনি জানান, শিলাছড়ি ব্লকের অধীন কাপতলি এবং বগাচতল গ্রামের সবগুলি পাড়াকে এই ক্যাম্পেইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রত্যেকের স্ক্রিনিং চলছে। সমগ্র জেলায় এখনো পর্যন্ত মোট ২৪ টি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

গত বছরও ৭, ১৫৬ জনের পরীক্ষা করা হয়েছিল, যেখানে মাত্র ১ জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছিল। গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. কমল রিয়াং ২০২৭ সালের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রশাসনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, ”আমাদের মূল লক্ষ্য হলো ম্যালেরিয়া সংক্রমণের হার শূন্যে নামিয়ে আনা। ঝুঁকিপূর্ণ পাড়াগুলোর প্রতিটি মানুষকে স্ক্রিনিং করার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করছি যাতে বর্ষার আগে কোনো বাহক চিকিৎসাধীন না থাকে”। গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ১৬ জনের বিনামূল্যে চোখের ছানির সফল অস্ত্রোপচার

আগরতলা, ২৪ মার্চ: ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের ডিস্ট্রিক্ট ব্লাইন্ডনেস কন্টোল প্রোগ্রামের উদ্যোগে গত ১৮ মার্চ, ২০২৬ এক বিশেষ চক্ষু শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই চক্ষু শিবিরে এদিন মোট ১৬ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। সম্প্রতি ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে সফলভাবে অনুরূপ চোখের ছানি অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছিল। চোখের সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য ডিস্ট্রিক্ট ব্লাইন্ডনেস কন্টোল প্রোগ্রামের অধীন ধারাবাহিকভাবে জেলার বিভিন্ন স্থানে চক্ষু শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। এই চক্ষু শিবিরগুলিতে চোখের ছানি শনাক্ত হওয়া রোগীদের ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে এসে চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি পেঁচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক বিশেষ চক্ষু শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবির থেকে ১৩ জনের চোখের ছানির শণাক্ত হয়। এছাড়াও ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চক্ষু বিভাগেও যে নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা করা হয় তাতে তিন জনের চোখের ছানি শণাক্ত হওয়া রোগীদেরও এদিন অস্ত্রোপচার করা হয়। এই অস্ত্রোপচারে ছিলেন ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চক্ষু সার্জন ও ডিস্ট্রিক্ট ব্লাইন্ডনেস কন্টোল প্রোগ্রামের প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ দেবল কিশোর পাল ও চক্ষু সার্জন ডাঃ প্রতিম চন্দ্র কর। উক্ত অস্ত্রোপচারে সহযোগিতায় ছিলেন ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের নার্সিং অফিসার সাথী সেন সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। অস্ত্রোপচারের পর ডিস্ট্রিক্ট ব্লাইন্ডনেস কন্টোল প্রোগ্রামের অধীন চোখের ছানি অস্ত্রোপচার হওয়া রোগীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চশমা ও ওষুধ প্রদান করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

২৭ মার্চ শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, উদয়াস্ত ধর্মীয় কর্মসূচির আয়োজন

আগরতলা, ২৪ মার্চ : শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের ভূমিতলে স্থাপিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-এর বিগ্রহ আগামী ২৭শে মার্চ, শুক্রবার দ্বি-তলের নবনির্মিত মন্দিরকক্ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। এই উপলক্ষে একাধিক ধর্মীয় কর্মসূচির আয়োজন করেছে ত্রিপুরা যাদব মহাসভা।

জানা যায়, ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ত্রিপুরা যাদব মহাসভা গত ৯১ বছর ধরে রাজ্যের মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করে চলেছে। ১৯৮১ সালে সমবায় নিবন্ধন আইন ১৮৬০ অনুসারে নিবন্ধনের পর, ২০০০ সালে ভক্তদের আর্থিক সহায়তায় বনমালীপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোড এলাকায় ছোট পরিসরে শ্রীকৃষ্ণ মন্দির নির্মিত হয়।

পরবর্তীতে বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতায় ২১শে জানুয়ারি ২০০৪ সালে মন্দিরের ভূমিতলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের চাহিদা অনুযায়ী মন্দিরের পরিকাঠামো সম্প্রসারিত হয়েছে এবং বর্তমানে নির্মাণকাজও চলমান।

বর্তমানে মন্দিরে প্রতিদিন দুপুর ও সন্ধ্যায় নামসংকীর্তন এবং অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দিনব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠানসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে থাকবে গীতাযজ্ঞ, পূজার্চনা, ধর্মালোচনা, নামসংকীর্তন এবং সান্ধ্যকালীন প্রসাদ বিতরণ।

ত্রিপুরা যাদব মহাসভার পক্ষ থেকে রাজ্যের সকল ধর্মপ্রাণ মানুষকে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিদেশনীতি নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

প্রভাবে নেওয়া হয়। “আমি লিখে দিতে পারিমোদি যা করবে, তা আমেরিকা ও ইজরায়েল যা বলবে তার ভিত্তিতেই করবে। তিনি কখনও দেশের স্বার্থে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না,” বলেন রাহুল।

এর আগে সোশ্যাল মিডিয়াতেও একই সুরে আক্রমণ শানিয়ে তিনি দাবি করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের বিদেশনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শান্তিরবার্তা মোদির

● প্রথম পাতার পর

মানুষের উপর হামলা, অবকাঠামো ও জ্বালানি স্থাপনায় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছে। পাশাপাশি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আটকে পড়া ভারতীয় জাহাজগুলির নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে কূটনৈতিক স্তরে সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, “এই যুদ্ধে কারও প্রাণহানি মানবতার পক্ষে নয়। তাই যত দ্রুত সম্ভব শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছনোর জন্য ভারত সব পক্ষকে উৎসাহিত করছে।”

বাসন্তী পূজার চাঁদা নিয়ে মারামারি

● প্রথম পাতার পর

এই ঘটনায় আহতের মা সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশ অভিযুক্তদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনানুগ কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

অন্দরে দ্বন্দ্ব

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রে দেবজিত ত্রিপুরা প্রার্থী হয়েছেন। নতুনবাজার-মালবাসা কেন্দ্রে সুজয় উচই, মহারাণী-চেলাগাং কেন্দ্রে সি. কে. জামাতিয়া এবং কিল্লা-বাগমা কেন্দ্রে পূর্ণচন্দ্র জামাতিয়াকে মনোনীত করা হয়েছে। শিলাছড়ি-মনু-বাংলকুল কেন্দ্রে মালিন্দ্র ত্রিপুরা, মির্জা-কাঠালিয়া-মির্জাপুর কেন্দ্রে ডেভিড মুরাসিং এবং করমছড়ার অন্য একটি আসনে রতীশ ত্রিপুরাকে প্রার্থী করা হয়েছে।

এদিকে, আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে তিপরা মথা শিবিরে প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত মিলছে। দলের এক্সিকিউটিভ মেম্বার (ইএম) রাজেশ ত্রিপুরা ২৪ রাইমাভ্যালি কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী না করা হলে দল ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কর্মী সমর্থকরা।

তারা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের বাসভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। বিক্ষোভকারীরা দাবি করেন, রাজেশ ত্রিপুরাকে প্রার্থী না করলে বড় ধরনের রাজনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারে দল। তাদের অভিযোগ, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে প্রায় ২২ হাজার ভোটার দল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন বা ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশ নাও নিতে পারেন।

উল্লেখ্য, ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত রাইমা ভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন এবং সে সময় তিনি আইপিএফটি-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি তিপরা মথায় যোগ দেন, তবে ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলের টিকিট পাননি। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক অবদানের কথা তুলে ধরেন তিনি, যার পরেই তাকে এডিসি নির্বাচনে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

বিক্ষোভরত নেতাদের অভিযোগ, বারবার চেষ্টা করেও তারা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মণের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি বা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ পাননি। এতে ক্ষোভ আরও বেড়েছে বলে জানান তারা। ওয়াইটিএফ ব্লক সেক্রেটারি নবীন কুমার ত্রিপুরা বলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি মহারাজার সঙ্গে আছি, কিন্তু আমাদের এলাকার সাধারণ মানুষ বর্তমান এমডিসি রাজেশ ত্রিপুরাকেই আবার দেখতে চান। যদি তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে প্রায় ২২ হাজার ভোট আমাদের বিপক্ষে যেতে পারে। তারা অন্য দলে ভোট দেবে কিনা বা ভোট দেবে না, সেটা নিশ্চিত নয়, তবে এতে দলের নির্বাচনী সম্ভাবনা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দক্ষিণ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিধিনিষেধ আরোপ

আগরতলা, ২৪ মার্চ: জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে দক্ষিণ জেলার অন্তর্গত বিলোনীয়া ও সাব্রুম মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৫০০ মিটার এলাকায় রাত ৮টা থেকে পরের দিন সকাল ৫টা পর্যন্ত সময়ে সাধারণ মানুষ ও যানবাহন চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বিএনএসএস ২০২৩-এর ১৬৩নং ধারা অনুযায়ী দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ ৮ মার্চ, ২০২৬ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং ৬ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

আদেশে বলা হয়েছে, উল্লেখিত সময়ে ৪ বা ততোধিক ব্যক্তি জমায়েত করতে পারবেন না, দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার, সাব্রুম ও বিলোনীয়ার মহকুমা শাসকদের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া সাধারণ মানুষ এবং যানবাহন চলাচল করতে পারবেনা। এই সময়ে সীমান্তের ৫ কিলোমিটার এলাকায় লাঠি, পাথর ইত্যাদি যা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এগুলি বহন, গবাদি পশু নিয়ে আসা যাওয়া করা, সীমান্তের ১ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে চিনি, বেবি ফুড, টায়ার ও টিউব, সরিষার তেল ইত্যাদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহন করা, সীমান্তের ১ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে হাট/বাজার/দোকান ইত্যাদি খোলা, আন্ত সীমান্ত নদী সমূহে ফেরি সার্ভিস চলাচল করা ইত্যাদির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তবে এই আদেশ সামরিক, আধা সামরিক বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে, পুলিশ সুপার ও মহকুমা শাসকদের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরী সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারি এবং অবিলম্বে চিকিৎসা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিগণ এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিএনএস ২০২৩-এর ২২৩নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এবং আইজিএম হাসপাতালে জাতীয় পেরিওডন্টিস্ট দিবস পালন

আগরতলা, ২৪ মার্চ : আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এবং আইজিএম হাসপাতালে পেরিওডন্টোলজি বিভাগে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব পিরিওডন্টোলজির এর সহযোগিতায় গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে জাতীয় পেরিওডন্টিস্ট দিবস পালন করা হয়। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ পেরিওডন্টোলজি”-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মরণে এই ”জাতীয় পেরিওডন্টিস্ট দিবস” পালন করা হয়ে থাকে। জাতীয় পেরিওডন্টিস্ট দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের মাড়ির স্বাস্থ্য ও দাঁতের সামগ্রিক যত্নে দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। তাছাড়া দাঁতের রোগ যেমন ক্যাভিটি, মাড়ির রোগ, মুখের দুর্গন্ধ ইত্যাদি প্রতিরোধে মানুষকে সচেতন করা। দাঁতের যত্নে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করা, মাউথওয়াশ ব্যবহার করা, ডেন্টাল চেকআপ করা ইত্যাদির গুরুত্ব এবং মৌখিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে মাড়ি ও পেরিওডন্টাল সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে সকলের মধ্যে সচেতনতা তৈরীতে জাতীয় পেরিওডন্টিস্ট দিবস পালন করা হয়। বর্তমানে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এবং আই জি এম হাসপাতালে পেরিওডন্টোলজি ডিপার্টমেন্টে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দাঁতের রোগ, মাড়ির রোগ, মুখের দুর্গন্ধ ইত্যাদির চিকিৎসা পরিষেবাগুলি নিয়মিত প্রদান করছেন। এই বিভাগের পক্ষ থেকে এই দিবস পালনের অঙ্গ হিসাবে এদিন উপস্থিত রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে টুথব্রাশ, টুথপেস্ট এবং মাউথওয়াশ প্রদান করা হয়।

দুই গাড়ির সংঘর্ষে আগুন

● প্রথম পাতার পর

যায়। দুর্ঘটনায় বাসে থাকা ছয়জন যাত্রী এবং সুইফট গাড়ির চালক প্রীতম জমাতিয়া গুরুতরভাবে আহত হন। খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহতদের উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক অমরেশ ভৌমিক জানান, সুইফট গাড়ির চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন ইন্দিরা দত্ত (৩৩), সীমা দাস (২৩), অর্চনা সাহা (৪৩), কৃষ্ণ ঘোষ (৪৫), শুভ্রজিত বণিক (২৯) এবং প্রিয়াংশু কর্মকার (২৩)। তাদের মধ্যে চারজনকে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলিকে নিজেদের হেফাজতে নেয় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

এক রাতে ৭ বাড়িতে চুরি

● প্রথম পাতার পর

নেশাগ্রস্ত দুষ্কৃতীরাই এই চুরির সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

খবর পেয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনায় তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। জেলার প্রতিটি থানাকে সতর্ক করে চোরদের শনাক্ত ও চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের জন্য জোরদার অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরও সতর্ক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রয়োজনে ডগ স্কোয়াডের সাহায্যে তদন্ত চালানো হবে, যাতে চোরেরা কোনও সূত্র রেখে গেছে কি না তা খতিয়ে দেখা যায়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, দ্রুত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বুথে বুথে কেন্দ্রীয়

● প্রথম পাতার পর

মানিক দে আরও জানান, নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করতে বুথে ওয়েবকাস্টিং ও স্ক্যানার ব্যবস্থার চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সমস্ত রাজনৈতিক দলের জন্য সমানভাবে প্রচারের সুযোগ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন তিনি। কিছু এলাকায় বিরোধী দলের কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগও কমিশনের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

বাম নেতৃত্বের তরফে প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী (পিএসও) দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যাতে তারা নির্বিঘ্নে বুথে যেতে, থাকতে এবং দায়িত্ব পালন করতে পারেনসেই ব্যবস্থাও করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এসডিপিওদের নির্দেশ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে, যাতে রাজনৈতিক দলগুলি নির্ধারিত এলাকায় বাধাহীনভাবে কর্মসূচি করতে পারে।

সিপিআই রাজ্য সম্পাদক মিলন বৈদ্য বলেন, মানুষ যেন উৎসবের পরিবেশে ভোট দিতে পারেন, সেটাই আমরা চাই। পুলিশকে দর্শকের ভূমিকায় না থেকে সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। পাশাপাশি টাকার খেলা বন্ধ করাও জরুরি।

সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নেই তারা এই দাবিগুলি উত্থাপন করেছেন। ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে ভোট মানেই ছিল উৎসবের পরিবেশ। কিন্তু তার পর থেকে সেই পরিস্থিতি আর দেখা যাচ্ছে না। এবারের নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি, বলেন তিনি।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, চলমান বিধানসভা অধিবেশনে বিরোধী দলনেতা অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের জন্য যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তা শাসকদল গুরুত্ব দেয়নি। এমনকি অধ্যক্ষও এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেননি বলে দাবি করেন তিনি। এই বিষয়েও নির্বাচন কমিশনের কাছে উদ্বেগ জানানো হয়েছে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আরএসপি রাজ্য সম্পাদক দীপক দেব এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য নেতা রঘুনাথ সরকারসহ বামফ্রন্টের অন্যান্য শীর্ষ নেতারা। বাম নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, নির্বাচনকে ঘিরে স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে।

ধর্মনগরে জোরকদমে বিজেপির প্রচার, আশাবাদী প্রার্থী জহর চক্রবর্তী

ধর্মনগর, ২৪ মার্চ : উত্তর ত্রিপুরার ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে জোরকদমে শুরু হয়েছে নির্বাচনী প্রচার। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী জহর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি প্রচার, উঠানসভা সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে সরগরম হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা।

মঙ্গলবার সকাল প্রায় সাতটা নাগাদ প্রার্থী জহর চক্রবর্তী দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্রচারে বের হন। ধর্মনগর আলগাপুর রোড, বড়ুয়াকান্দি, হরিজন কলোনি সহ একাধিক এলাকায় গিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন এবং বাড়ি বাড়ি প্রচার চালান। প্রচারের ফাঁকে জহর চক্রবর্তী বলেন, সদ্যপ্রয়াত ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ অসমাপ্ত রেখে গিয়েছেন, সেগুলি সম্পূর্ণ করাই তার প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত চলমান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন তিনি। বিগত দিনে এই কেন্দ্রে হওয়া উন্নয়নের কথাও ভোটারদের সামনে তুলে ধরেন।

তিনি আরও জানান, আগামী ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে হাতে সময় খুবই সীমিত। তাই কোনও সময় নষ্ট না করে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা।

বিরোধী দলগুলিকে কটাক্ষ করে তিনি দাবি করেন, কংগ্রেস ও সিপিআই(এম) সারা বছর নিষ্ক্রিয় থেকে শুধুমাত্র নির্বাচনের আগে সক্রিয় হয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের স্থায়ী যোগাযোগ নেই বলেও অভিযোগ করেন তিনি। অন্যদিকে, বিজেপি সর্বদাই মানুষের পাশে থাকে এবং নিয়মিত জনসংযোগ বজায় রাখে বলে দাবি করেন জহর চক্রবর্তী।

আগরতলা রেল

● প্রথম পাতার পর

থানা এলাকায়। পুলিশের কাছে সে জানায়, পিস্তলটি বিহার থেকে ট্রেনে করে আগরতলায় নিয়ে আসে এবং পরে মধুপুরে বিক্রির পরিকল্পনা ছিল।

ঘটনার খবর পেয়ে জিআরপিএস থানার ওসি রাজু ভৌমিক বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানান। পাশাপাশি ফরেনসিক টিমকে খবর দেওয়া হলে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত সুব্রত দত্তকে বুধবার আদালতে তোলা হবে এবং তাকে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

২৮ আসনে বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

এডিসি নির্বাচনে শরিক দল আইপিএফটির সঙ্গে আসন সমঝোতার কারণে কম সংখ্যক আসনে প্রার্থী দিয়েছিল বিজেপি। তবে এবারে আইপিএফটি কিংবা তিপরা মথার সঙ্গে কোনও জোট না করে এককভাবে নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি।

এদিন মানিক সাহা জানান, রাজ্য সরকার তাড়াহুড়ো না করে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জনজাতি সম্প্রদায়ের অবদানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, যা দীর্ঘদিন উপেক্ষিত ছিল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে জনজাতিদের সম্মান জানানো হয়েছে। পদ্মশ্রী পুরস্কার থেকে শুরু করে মহারাজা বীর বিক্রম সম্মান পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া বিশিষ্ট সংগীত ব্যক্তিত্ব এস ডি বর্মণকেও যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপির ভূমিকার কথা তুলে ধরেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের মোট বাজেটের প্রায় ৪০ শতাংশ (অঙ্গীকারমূলক ব্যয় বাদে) টিটিএএডিসি-র জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে উন্নয়নের কাজ সঠিকভাবে এগিয়ে যায়। জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি বানাধন প্রকল্প এবং মিজোরাম থেকে আগত ব্রু-রিয়াং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিষয়েও সরকারের উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন তিনি।

ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী, দামছড়া-জম্পুই (এসটি) আসনে রবীন্দ্র রিয়াং, মাছমারা (সাধারণ) আসনে মঞ্জু রানি সরকার, দাসদা-কাঞ্চনপুর (সাধারণ) আসনে শৈলেন্দ্র নাথ, করমছড়া (এসটি) আসনে বিমল কান্তি চাকমা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তেমনি, ছাওমনু (এসটি) আসনে এসমেল জয় ত্রিপুরা, মনু-ছৈলেংটা (সাধারণ) আসনে সুকেশ দত্ত বরুয়া, দামছড়া-কচুছড়া (এসটি) আসনে বিপিন দেববর্মা, গঙ্গানগর-গন্ডাছড়া (এসটি) আসনে ভূমিকা নন্দ রিয়াং, হালাহলি-আশারামবাড়ি (এসটি) আসনে অনন্ত দেববর্মাকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এছাড়া কুলাই-চম্পাহাওর (এসটি) আসনে বিমল দেববর্মা, মহারানী-তেলিয়ামুড়া (এসটি) আসনে বিল্লো জমাতিয়া, রামচন্দ্রঘাট (এসটি) আসনে ডেভিড দেববর্মা, সিমনা-তামাকাড়ি (এসটি) আসনে ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা, বোধজংনগর (এসটি) আসনে রনবীর দেববর্মা, জিরানিয়া (এসটি) আসনে অভিজিৎ দেববর্মা, মান্দাই-পুলিনপুর (এসটি) আসনে রাজেশ দেববর্মা, পেকুরজলা (এসটি) আসনে মাজি দেববর্মা, টাকারজলা-জম্পুইজলা (এসটি) আসনে নির্মল দেববর্মা, আমতলী-গোলাঘাটি (এসটি) আসনে কামরুজ দেববর্মা, কিল্লা-বাগমা (এসটি) আসনে অমর জমাতিয়া, মহারানী-চেল্লাগাং (এসটি) আসনে সম্রাট জমাতিয়া, কাঠালিয়া-মির্জা-রাজাপুর (এসটি) আসনে পদ্মলোচন ত্রিপুরা, অম্পিনগর (এসটি) আসনে স্বদাগর কলই, রাইমা ভ্যালি (এসটি) আসনে সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা,

নতুনবাজার-মালবাসা (এসটি) আসনে অবীন্দ্র রিয়াং, বীরচন্দ্রনগর-কলশি (এসটি) আসনে সঞ্জীব রিয়াং, পূর্ব মহারানীপুর (এসটি) আসনে অভিজিৎ ত্রিপুরা এবং শিলাছড়ি (এসটি) আসনে কানজাজং মগ প্রার্থী হয়েছেন।

এদিকে, আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনের আগে বড় রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। তিপরা মথা থেকে দুইজন এমডিসি সহ কয়েকজন নেতৃত্ব পদ্ম শিবিরে সামিল হলেন। তাদের দলে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে দলে যোগদানকারীদের মধ্যে রয়েছেন টিটিএএডিসি-র এক্সিকিউটিভ মেম্বার অনন্ত দেববর্মা, অম্পিনগরের এমডিসি সৌদাগর কলই, প্রাক্তন মথা জেলা সভাপতি রাজেশ কুমার দেববর্মা, দামছড়ার তাশিরাম রিয়াং এবং গোমতী জেলার প্রাক্তন জোনাল চেয়ারম্যান সূর্যবাসী মলসম। এই যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ বিজেপির অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন,

আগামী মাসে টিটিএএডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে যোগদান কর্মসূচি চলছে। আজকের মতো আরও অনেক নেতা পর্যায়ক্রমে আমাদের দলে যোগ দেবেন।

তিনি আরও বলেন, যারা আজ বিজেপিতে যোগ দিলেন, তারা ‘বিকশিত ভারত’ ও ‘বিকশিত ত্রিপুরা’-র ভাবনায় আস্থা রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

অন্যদিকে, সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া এমডিসি সৌদাগর কলই তিপরা মথার বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, আদিবাসী মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যেই আমরা ‘তিপ্রাল্যান্ড’ ও ‘গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড’-এর দাবি তুলেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে উন্নয়নের বদলে দলে ক্ষমতার লড়াইই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, মথার নেতৃত্ব দুর্নীতিগ্রস্ত। টিটিএএডিসি এলাকায় দুর্নীতি চরমে পৌঁছেছে। অনেক নির্বাচিত প্রতিনিধি সরকারি ঠিকাদারদের থেকে চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত।

উল্লেখ্য, আগামী মাসেই টিটিএএডিসি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যার আগে এই ধরনের দলবদল রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে।

বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটের ৩টি ভাইটাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম লীগ শেষের পথে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পরবর্তী তিনটি ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম লীগের পঞ্চম তথা অন্তিম রাউন্ডের খেলা। এই ম্যাচের পর ফিরতি লীগের খেলা শুরু হয়ে যাবে। টিআইটি গ্রাউন্ডে আগামীকাল (বুধবার) সকাল সাড়ে আটটায় জেসিসি বা জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব এবং শতদল সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব এবং সংহতি ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। এমবিবি স্টেডিয়ামে হার্ভে ক্লাব এবং ব্লাড মাউথ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ৪ রাউন্ডের খেলা শেষে শতদল সংঘ এবং জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব তিনটি করে ম্যাচ জিতে সঙ্গে একটি নো রেজাল্টের দুই পয়েন্ট যোগ করে মোট ১৪ করে পয়েন্ট পেয়ে তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষস্থানে রয়েছে। তবে রানের গড়ের নিরিখে শতদল সংঘ শীর্ষে এবং জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে। এক ধাপ নিচে অর্থাৎ তৃতীয় শীর্ষে রয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব দুটি ম্যাচে জিতে ও একটিতে নো রেজাল্টের দুই পয়েন্ট পেয়ে। এছাড়া, স্ফুলিঙ্গ ক্লাব একটি ম্যাচে জয়ী এবং গত ম্যাচে নো রেজাল্টের ২ পয়েন্ট নিয়ে মোট ৬ পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ শীর্ষে রয়েছে। তবে হার্ভে ক্লাব এবং সংহতি ক্লাব পরপর তিনটি ম্যাচেই পরাজিত হয়ে তালিকার অনেকটা পেছনে রয়েছে। আগামীকাল প্রথম লীগের পঞ্চম তথা অন্তিম রাউন্ডের খেলায় প্রতিটি বিজয়ী দল তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে মরিয়া। অপরদিকে বিজিত দলগুলোর লক্ষ্য রয়েছে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াতে এবং ফিরতি লিগে নিজেদের মনোবল চাঙ্গা করে নিতে।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত : টিএফএ-এর কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ঘরোয়া ফুটবলের সূচনা হতে যাচ্ছে আগামীকাল, বুধবার। হউক না, কাজল স্মৃতি অনূর্ধ ১৫ বয়স ভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রতিবছর ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন এই টুর্নামেন্ট দিয়েই ফুটবল মরশুম শুরু করে থাকে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত এবারকার কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে আগামীকাল, বুধবার থেকে। এবারকার আসরে মোট ১৭টি দল অংশ নিচ্ছে। চারটি গ্রুপে দলগুলোকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। তিনটি গ্রুপে চারটি করে দল এবং একটি গ্রুপে পাঁচটি দলকে রাখা হয়েছে। লীগ পর্যায়ে মোট ২৮ টি ম্যাচ হবে। ৮ এপ্রিল গ্রুপ ডি পর্যায়ের ম্যাচ শেষে ৯ই এপ্রিল থেকে শুরু হবে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। ১১ এপ্রিল সেমিফাইনাল ম্যাচের পর ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচ। মূল পর্বের খেলা গুলো হবে নকআউট পর্যায়ের। টুর্নামেন্টের প্রতিটি খেলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রাখা হয়েছে। প্রতিদিন দুটি করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলেও আগামীকাল, বুধবার, উদ্বোধনী দিনে রাখা হয়েছে একটি ম্যাচ। আগামীকাল বেলা সাড়ে তিনটায় সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল কোচিং সেন্টার এবং আগরতলা সিটি ফুটবল ক্লাবের ম্যাচ দিয়ে এবার শুরু হবে কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন উমাকান্ত একাডেমী, বাংলা মাধ্যমের প্রধান শিক্ষক দুলাল দেবনাথ। ফুটবলে কিক অফ করে আসরের সূচনা করবেন রাজ্যের প্রাক্তন ফুটবলার সুশান্ত দে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন টিএফএ-র পেট্রন রতন সাহা এবং সভাপতি প্রণব সরকার সহ এসোসিয়েশনের অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ। টিএফএ-র পক্ষ থেকে বিশেষ করে কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান অমিত দেব সম্প্রতি চূড়ান্তভাবে টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেছেন। প্রতিটি ম্যাচ ৩০-১০-৩০ মিনিট মেথডে অনুষ্ঠিত হবে। এই সিঙ্গেল লিগ কাম নকআউট কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য টিএফএ-র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

২৫০ নিরাপদ নয়, আরও রান তুলতে বিশেষ প্রস্তুতি রিঙ্কুর, নাইটদের ভাবাচ্ছে হতশ্রী পেস অ্যাটাক

গত কয়েক দিন ধরে কেকেআর প্র্যাকটিসে একটা জিনিস একইরকম রয়েছে। সবার আগে মাঠে চলে আসছেন রিঙ্কু সিং। তারপর নেট বোলারদের নিয়ে একাকী ব্যাটিং অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সোমবার ইনট্রা স্কোয়াড ম্যাচ খেলল কেকেআর। কিন্তু রিঙ্কুর রুটিনে কোনও বদল হয়নি। সবার আগে মাঠে এলেন। তারপর একাই নেটে গেলেন। এদিন অবশ্য বিশেষ একটা মহড়া সারলেন ভারতীয় ক্রিকেটার। শর্ট বোলিং খেলার মহড়া।

উইকেটের সামনের দিকে পাথরের একটা স্ল্যাব রাখলেন। তারপর বোলারদের কাছে নির্দেশ গেল, টানা শর্ট বোলিং করে যাও। রিঙ্কু এক নাগাড়ে কাট-পুল মেরে গেলেন। অবশ্য শুধু কেকেআর অনুশীলনে নয়, বিশ্বকাপের সময় থেকেই এই বিশেষ ট্রেনিং করছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট এখন পর্যায়ে চলে গিয়েছে, যেখানে আড়াইশো রানও আর নিরাপদ নয়। বোলারদের রান আটকানোর বড় ভরসা-ইয়র্কার, স্লোয়ার আর শর্ট বোলিং। রিঙ্কু হয়তো ভালো করে জানেন, তাঁর বিরুদ্ধে শর্ট বোলিংয়ের স্ট্র্যাটেজি নিতে পারে টিমগুলো। তাই আইপিএল শুরুর আগে শর্ট বোলিং খেলার বাড়তি ট্রেনিং করে যাচ্ছেন।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে আইপিএল অভিযানের আগে হাতে দিন চারেক সময় থাকছে। টিম বুধবার দুপুরেই মুম্বই উড়ে যাবে। তবে তার আগে অজিঙ্ক রাহানে কিংবা ক্যামেরন গ্রিনরা যেভাবে ব্যাটিং করে গেলেন, সেটা স্বস্তি দেবে কেকেআর ম্যানেজমেন্টকে। নাইট সিইও ভেঙ্কি মাইসোর এদিন মাঠে ছিলেন। এয়ারপোর্ট থেকে প্রথমে হোটেল। তারপর সোজা মাঠে চলে আসেন কেকেআর সিইও। রাহানেদের ব্যাটিং-ফর্ম তাঁকেও তৃপ্ত করছে। এদিন রাহানে আর অ্যালেন ওপেন করলেন। পাওয়ার প্লে'তে আশির কাছাকাছি রান উঠল। রাহানে হাফসেঞ্চুরির পর উঠে গেলেন। গ্রিনও হাফসেঞ্চুরি করলেন। অ্যালেনও মারমুখী একটা ইনিংস খেলে গেলেন।এমনিতে ব্যাটিং নিয়ে খুব একটা চিন্তা থাকারও কথা নয় কেকেআরের। যা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ফিন অ্যালেনের সঙ্গে ওপেন করতে পারেন অধিনায়ক রাহানে। চার বিদেশি হতে পারে এরকম- অ্যালেন, গ্রিন, রভম্যান পাওয়েল আর সুনীল নারিন।

তবে নাইটদের আসল চিন্তা হল পেস অ্যাটাক। যা কার্যত মিনি হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। হর্ষিত রানা আর আকাশ দীপ ছিটকে গিয়েছেন। মাথিশা পাথিরানা শুরুর দিকে নেই। তার উপর উমরান মালিকরা যেভাবে প্রস্তুতি ম্যাচেই রান দিলেন, তাতে চিন্তা আরও বাড়ার কথা। আকাশ দীপের পরিবর্ত হিসাবে বিদর্ভের পেসার সৌরভ দুবেকে নিয়েছে কেকেআর। যিনি এদিন প্রস্তুতি ম্যাচ খেললেন। আর অ্যালেনকে আউটও করলেন। আঠাশ বছরের এই পেসারকে নেওয়ার কারণ হিসাবে শোনা গেল, গত বছর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেটে নাকি দারুণ বোলিং করেছিলেন তিনি। সৌরভের বোলিংয়ের প্রশংসা করেছিল মুম্বই টিম ম্যানেজমেন্ট। তাছাড়া এর আগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ টিমেও ছিলেন সৌরভ।

আইপিএলে যে ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে সুনীল নারাইন

আর মাত্র ৮টি উইকেট। সেটা পেয়ে যেতে পারেন আইপিএলে এবারের মৌসুমেই। আর তাতেই দুর্দান্ত এক মাইলফলক স্পর্শ করবেন সুনীল নারাইন। আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম বিদেশি বোলার হিসেবে ২০০ উইকেটের মালিক হয়ে যাবেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) এই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান অলরাউন্ডার।

এক যুগ আগে গায়ানা থেকে আসা সেই উষ্কখুষ্ক চুলের 'মিস্ট্রি স্পিনার' যখন প্রথম কেকেআরের বেগুনি-সোনালি জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলেন, কে জানত তিনিই হয়ে উঠবেন কলকাতার ঘরের ছেলে! টানা ১৫ মৌসুম একই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে।

আইপিএলের এই যুগে, যেখানে দল বদলানো প্রায় নিয়ম, সেখানে কেকেআরের সঙ্গে নারাইনের এ সম্পর্ক একটু আলাদা। অভিষেক মৌসুমেই ২৪ উইকেট নিয়ে কেকেআরকে এনে দিয়েছিলেন প্রথম শিরোপা। এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে, গৌতম গম্ভীর থেকে শুরু করে দীনেশ কার্তিক, এউইন মরগান, শ্রেয়াশ আইয়ার হয়ে এখন আজিঙ্কা রাহানেঅধিনায়ক বদলেছে বারবার। কিন্তু নারাইন আছেন অবিচল। ১৮৯টি ম্যাচ খেলেছেন কলকাতার হয়ে, যেখানে ক্লাবের অন্য কোনো খেলোয়াড় ১৫০-এর গণ্ডিও পেরোতে পারেননি।

এরই মধ্যে বল হাতে নিয়েছেন ১৯২টি উইকেট, যা দলটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন একবার, সাতবার ৪ উইকেট। শুধু কি বল হাতে? ব্যাট হাতেও তিনি বোলারদের রাতের ঘুম হারাম করেছেন বহুবার। ১২২ ইনিংসে করেছেন ১৭৮০ রান। আছে ১টি সেঞ্চুরি আর ৭টি ফিফটিও। এই মৌসুমে বল হাতে আর মাত্র ৮টি উইকেট পেলেই প্রথম বিদেশি বোলার হিসেবে আইপিএলে ২০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করবেন নারাইন।

আইপিএলের ইতিহাসে এর আগে মাত্র একজনই এই মাইলফলক ছুঁয়েছেনভারতের স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল (২২১ উইকেট)। ভুবনেশ্বর কুমারও ১৯৮ উইকেট নিয়ে এই তালিকার খুব কাছে। কিন্তু কোনো বিদেশি বোলার যা করতে পারেননি, নারাইন এবার হয়তো সেটাই করে দেখাবেন।

একসময় আইপিএলে বিদেশিদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন ডোয়াইন ব্রাভো। ১৮৩ উইকেট পাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান অলরাউন্ডার এবার থাকছেন কলকাতায়, তবে খেলোয়াড় হিসেবে নয়, পরামর্শক হয়ে। ২৯ মার্চ মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ২০২৬ আইপিএল অভিযান শুরু করবে কেকেআর। এরপর ২, ৬ ও ৯ এপ্রিল তাদের প্রতিপক্ষ যথাক্রমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, পাঞ্জাব কিংস ও লক্ষ্মৌ সুপার জায়ান্টস।

টিএফএ-র উদ্যোগে অনূর্ধ ১৬ ফুটবল আসরের এনন্টি আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অনূর্ধ ১৬ বয়স ভিত্তিক পুরুষ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬ আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক দলকে আগামী ১০ দিনের মধ্যে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে যোগাযোগ করতে সচিব অমিত চৌধুরী এক বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, কাজল স্মৃতি অনূর্ধ ১৪ ফুটবল টুর্নামেন্টের পর অনূর্ধ ১৬ এ ধরনের ফুটবল আসর আয়োজনে নিঃসন্দেহে তৃণমূল স্তর থেকে খেলোয়াড় উঠে আসার যোগান বাড়বে বলে ক্রীড়া মহলের প্রত্যাশা।

জাতীয় ফুটবল আসরের জন্য রাজ্য দল গঠনের সিলেকশন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। জাতীয় ফুটবল আসরকে সামনে রেখে রাজ্য দল গঠনের উদ্দেশ্যে সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে। অনূর্ধ-কুড়ি পুরুষ বিভাগের স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট কে সামনে রেখে ত্রিপুরা রাজ্য দল গঠনের উদ্দেশ্যে আগামী ২৬ ও ২৭ মার্চ দু-দিনের জন্য ওপেন ট্রায়াল আহবান করা হয়েছে। অংশগ্রহণে ইচ্ছুক খেলোয়ারদের জন্ম তারিখ হতে হবে ১-১-২০০৭ থেকে ৩১-১২-২০০৯ এর মধ্যে। খেলোয়ারদের অবশ্যই অরিজিনাল বার্থ সার্টিফিকেট, আধার কার্ড এবং সম্প্রতি তোলা দুই কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি ওপেন ট্রায়ালে অংশ নিতে আসার সময় দেখাতে হবে এবং সাবমিট করতে হবে যথাসময়ে বিশেষ করে ২৬ শে মার্চ সকাল দশটায় ফুটবলারদের উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর তথা কোচ ডি কে প্রধানের কাছে রিপোর্ট করতে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে খেলোয়াড়দের প্রতি আহ্বান রাখা হয়েছে।

প্রীতি ম্যাচের আগে দুঃসংবাদ পেল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা

চোটের কারণে আর্জেন্টিনার স্কোয়াড থেকে ছিটকে পড়েছেন গঞ্জালো মন্তিয়েলএএফপি

প্রীতি ম্যাচের আগে চোটের আঘাত পেল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা।

হাঁটুর চোটে ব্রাজিল দল থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করেছেন ব্রাজিলের ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস। গত রোববার কারাবাও কাপের ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ২—০ গোলে হারের ম্যাচে চোট পান আর্সেনালের এই ডিফেন্ডার। পুরো সময় মাঠে থাকলেও খেলা শেষে ডান হাঁটুতে ব্যথা পাওয়ার কথা জানান মাগালায়েস।

রক্ষণভাগ নিয়ে দুঃসংবাদ পেয়েছে আর্জেন্টিনাও। তাদের রাইটব্যাক গঞ্জালো মন্তিয়েল চোটে পাওয়া আর্জেন্টিনার হয়ে সামনের দুটি প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াড থেকে ছিটকে পড়েছেন। রোববার এস্তুদিয়েন্তেসের বিপক্ষে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান রিভার প্লেটের এই খেলোয়াড়। তাঁর জায়গায় আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনির বিকল্প হিসেবে আছেন শুধু আতলেতিকো মাদ্রিদ রাইট ব্যাক নাহুয়েল মলিনা। স্প্যানিশ ক্লাবটির হয়ে সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ফর্মেও আছেন তিনি।

চোটের কারণে সেন্টারব্যাক লিওনার্দো বালের্দিও ছিটকে পড়েছেন আর্জেন্টিনার স্কোয়াড থেকে। অলিম্পিক মার্শেইয়ের এই খেলোয়াড়ের বদলি হিসেবে দলে রিভার প্লেট সেন্টারব্যাক লুকাস মার্তিনেজ কুয়ার্তাকে ডেকেছে আর্জেন্টাইন টিম ম্যানেজমেন্ট।

পরিবারের সঙ্গে নয়, যেতে হবে টিম বাসেই, আইপিএলেও বহাল থাকছে বোর্ডের ফতোয়া, সঠিক জার্সি না পরলে পেতে হবে শাস্তি

বছর খানেক আগে এই সময়েই জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের উদ্দেশে নতুন নিয়ম করেছিল বোর্ড। নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, টিম বাস ছাড়া মাঠে যাওয়া যাবে না। নিজের গাড়ি ব্যবহার করা যাবে না। আইপিএলের সব দলগুলিকেও একই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। যত বড় ক্রিকেটারই হোন না কেন, নির্দেশ মানতে হবে সকলকেই। পাশাপাশি জার্সির সংখ্যা এবং সঠিক জার্সিও পরতে হবে। না হলে শাস্তি পেতে হবে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে।

বোর্ডের সিদ্ধান্ত ছিল, ৪৫ দিনের কম কোনও সফরে পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারবেন না ক্রিকেটারেরা। তার বেশি সময়ের সফরে ১৪ দিন সঙ্গে থাকতে পারবে পরিবার। তা ছাড়া, মাঠে যাওয়ার সময় সকলকে যেতে হবে টিম বাসেই। আইপিএলও সেই নিয়ম থাকছে। আগে নিজের শহরে খেলা থাকলে অনেক ক্রিকেটারই নিজেদের গাড়িতে মাঠে যেতেন। এখন তাঁদের টিম বাসে যেতে হবে।

ক্রিকেটারের পরিবারের সদস্যেরা সাজঘরে ঢুকতে পারবেন না। অনুশীলনের সময় মাঠেও ঢোকা যাবে না। ম্যাচ দেখতে হবে নির্দিষ্ট আসন থেকে। সম্প্রচারকারীদের নির্দেশেও কিছু নিয়ম জারি করা হয়েছে। এখন থেকে বিজ্ঞাপনী এলইডি বোর্ডে বল দিয়ে আঘাত করা যাবে না। বোর্ডের সামনে যেখানে সেখানে বসা যাবে না। নির্ধারিত জায়গায় বসতে হবে। কমলা টুপি এবং গোলাপি টুপি সর্ব ক্ষণ পরে থাকতে হবে ক্রিকেটারদের। এ ছাড়া পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সময় নির্দিষ্ট জার্সি পরতে হবে। জার্সি সংখ্যার পরিবর্তন হলে তা বোর্ডকে অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে জানাতে হবে। অন্যথায় শাস্তি পেতে হবে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে। উল্লেখ্য, বোর্ড আগেই নির্দেশ দিয়েছিল ম্যাচের দিন অনুশীলন করা যাবে না মাঠে। পিচ এবং আউটফিল্ড সুরক্ষিত রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিছু কিছু মাঠে অনুশীলনের জন্য আলাদা করে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। প্রস্তুতি এলাকার নির্দিষ্ট দু'টি নেট এবং মূল পিচের পাশে একটি নেট অনুশীলনের জন্য দেওয়া হবে। বিপক্ষের নেট ফাঁকা থাকলেও সেখানে অনুশীলন করা যাবে না।

বিশ্বকাপের আগে মেসিকে বাড়তি বিশ্রাম দেবেন না মাচেরানো

লিওনেল মেসির পাসপোর্টের পাতায় বয়সটা ৩৯ ছুঁই ছুঁই। সাধারণ ফুটবলার হলে এত দিনে বুটজোড়া তুলে রেখে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে খেলা দেখার কথা। কিন্তু তিনি তো এলএম-টেন! যার বাঁ পায়ের জাদুতে এখনো সম্মোহিত ফুটবল—বিশ্ব।

সামনেই বিশ্বকাপ, আর্জেন্টিনার হয়ে শিরোপা ধরে রাখার মিশন। এই বয়সে শরীর কি আর আগের মতো সায় দেবে? একটু বেশি বিশ্রামের দরকার হবে না তাঁর? বিশ্বকাপ সামনে রেখে যখন চারদিকে মেসির বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তুমুল চর্চা, তখন তাঁর ক্লাব ইন্টার মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো শোনালেন ভিন্ন এক তত্ত্ব। তাঁর মতে, বিশ্রামে নয়, মেসি বরং মাঠের লড়াইয়ে থাকলেই বেশি চনমনে থাকেন। আগামী ১১ জুন শুরু হবে এবারের বিশ্বকাপ। শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নামবে আর্জেন্টিনা। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আগামী শুক্রবার মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে খেলবে তারা। ৩১ মার্চ প্রতিপক্ষ জাম্বিয়া। এই দুটি ম্যাচেই মেসির খেলার কথা রয়েছে।

তবে বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি মেসি। বরাবরের মতোই ধাপে ধাপে এগোনোর কথা বলছেন। প্রতিটি ম্যাচ, প্রতিটি মুহূর্তশরীর যা বলবে, সিদ্ধান্ত হবে সেভাবেই। বড় কোনো চোট না পেলে, বিশ্বকাপে তাকে দেখা যাবেএ নিয়ে সংশয় কমই।

জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার আগে রোববার ইন্টার মায়ামির হয়ে মাঠে নেমেছিলেন মেসি।

নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষে জয়ে একটি গোল করেন। যেটি তাঁর ক্যারিয়ারের ৯০১তম গোল। ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে বিশ্রামের প্রসঙ্গ। লাল কার্ডের কারণে ডাগআউটে থাকতে পারেননি মাচেরানো। অনলাইনে কথা বলেন তিনি। সেখানেই দিয়েছেন এ বিষয়ে নিজের মত। মেসির একসময়ের সতীর্থ, বন্ধু ও আর্জেন্টাইন এই কোচ বলেছেন, 'আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি ওর যত্ন নিতে।

তবে ও এমন একজন ফুটবলার, যে মাঠে থাকলেই সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আমরা জানি, খেলতে থাকলে ওর শরীরে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।'

কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপ থেকে বিদায় নেওয়ায় মায়ামির সামনে এখন শুধুই মেজর লিগ সকারের ব্যস্ততা। তাই মাচেরানোর যুক্তি, সূচি খুব একটা ঠাসা নয়। সপ্তাহে বড়জোর একটা ম্যাচ। মাঝসপ্তাহে খেলার চাপ নেই বললেই চলে। মাচেরানোর ভাষায়, 'আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে ও অপরিহার্য। সত্যি বলতে, মেসিকে ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব।'

মাচেরানো আর মেসির সম্পর্কটা দীর্ঘদিনের। সেই বার্সেলোনা থেকে আর্জেন্টিনা হয়ে এখন মিয়ামি। তাই প্রিয় বন্ধুর শরীর আর মনদুটোই মাচেরানোর নখদর্পণে। দুজনের বোঝাপড়াটাও বেশ স্বচ্ছ। তাই বিশ্বকাপের আগে মেসিকে নিয়ে মিয়ামির কোনো তাড়াহুড়া নেই, আছে কেবল গভীর মমতা আর নিখুঁত পরিকল্পনা।

মাচেরানোর কথায়, 'আমার মনে হয় না, আগামী দুই মাসে মাঝসপ্তাহে খুব বেশি ম্যাচ আমাদের নির্ধারিত আছে। মাত্র দুই বা তিন সপ্তাহ আছে, হয়তো হতে পারে এমন। অন্যথায় প্রতি সপ্তাহে একটি করে ম্যাচ খেলার সূচিই থাকবে। তাই যখনই আমরা তাকে দলে পাব, আমাদের জন্য সেটি হবে দারুণ প্রেরণার।'

আইপিএলে আবার বিতর্কে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ম, প্রকাশ্যেই বিরোধিতা দিল্লির অধিনায়ক অক্ষরের

আইপিএল শুরুর আগেই বিতর্কে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ম। অতীতে রোহিত শর্মা এবং হার্দিক পাণ্ড্য এই নিয়মের বিরোধিতা করেছিলেন। সোমবার সেই তালিকায় যোগ দিলেন অক্ষর পটেল। দিল্লির অধিনায়ক জানিয়েছেন, তিনি এই নিয়ম ব্যক্তিগত ভাবে সমর্থন করেন না। তবে নিয়ম মানতে আপত্তি নেই।

২০২৩-এ আইপিএলে চালু হয় 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ম। পাঁচ পরিবর্তের তালিকা থেকে ম্যাচের যে কোনও সময় ক্রিকেটার বদলাতে পারে কোনও দল। ২০২৭ পর্যন্ত এই নিয়ম আইপিএলে থাকছে। অক্ষর জানিয়েছেন, এতে অলরাউন্ডারদের গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছে।

সোমবার অক্ষর বলেছেন, "আমি নিজে একজন অলরাউন্ডার। তাই এই নিয়ম পছন্দ নয়। আগে আমরা নির্দিষ্ট ভূমিকার জন্য (ব্যাটিং এবং বোলিং) অলরাউন্ডারদের বেছে নিতাম। এখন দলগুলো ব্যাটার বা বোলারদের বেছে নেয়। ওরা বলতেই পারে, কেন অলরাউন্ডার নেব দলে? নিজে অলরাউন্ডার হওয়ায় এই নিয়ম পছন্দ করি না। কিন্তু নিয়ম তো নিয়মই। সেটা মানতেই হবে। তবে ব্যক্তিগত ভাবে এই নিয়ম পছন্দ নয়।"

গত মরসুমে মাত্র ২০৪টি বল করেছিলেন অক্ষর। তার আগের মরসুমে করেছিলেন ২৬৪টি। 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়মের জন্যই কি বল করা কমিয়ে দিয়েছেন? মানেননি অক্ষর। বলেছেন, "ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের জন্য নয়। আমি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর চোট পেয়েছিলাম। আঙুল কেটে গিয়েছিল। বলের সুতোর ঘষা লাগায় অবস্থা আরও খারাপ হয়েছিল। গভীর ভাবে আঙুলে ক্ষত তৈরি হয়েছিল। তাই চাপ দিয়ে বল ঘোরাতে পারছিলাম না।"

অক্ষরের সংযোজন, "এই কারণে যখন দরকার শুধু তখনই বল করেছি। আঙুলের শুশ্রূষা করছিলাম। সাতটা ম্যাচের পর আঙুলের অবস্থা ভাল হয়েছিল। তখন নিয়মিত বল করেছি।"

গত ১৮ মাসে ভারত দু'বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে। মাঝে জিতেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। অনেকেই এই দলকে অস্ট্রেলিয়ার সেই ২০০০-এর দশকের সঙ্গে তুলনা করছেন, যারা একটানা ম্যাচ জিতত। অক্ষর অবশ্য তুলনা করতে চাননি। তাঁর কথায়, "২০২২ সালের পর থেকে এই ঘরানার ক্রিকেট খেলতে শুরু করেছি আমরা। কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই দলটা যদি শাসন করতে চায় তা হলে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলে যেতেই হবে। ম্যাচ অনুযায়ী খেলার ধরন বদলাতে হবে। আমি মনে করি না এই দলটা সর্বকালের সেরা টি-টোয়েন্টি দল। প্রতিটা যুগে আলাদা আলাদা দল সেরা থাকে।"

টানা ১৬ জয়ের পর ছন্দপতন, মায়ামি ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে হার আলকারাজের, হতাশায় ম্যাচ ছাড়তে চাইলেন বিশ্বের একনম্বর !

টানা ১৬টি জয়ের পর হঠাৎ ছন্দপতন কার্লোস আলকারাজের। শেষ তিনটি ম্যাচের দু'টিতেই হেরে গেলেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়। বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে ক্যারিয়ার স্ল্যাম পূর্ণ করা আলকারাজ মায়ামি ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে গেলেন।

৩২ নম্বর বাছাই আমেরিকার সেবাস্তিয়ান কোর্দার কাছে আলকারাজ হেরেছেন ৩-৬, ৭-৫, ৪-৬ ব্যবধানে। অপ্রত্যাশিত এই হারের ধাক্কায় হতাশ আলকারাজ। ম্যাচে চেনা মেজাজে পাওয়া যায়নি তাঁকে। কোনও কিছুই ঠিকঠাক হচ্ছিল না। প্রথম সেট হেরে যাওয়ার পর দ্বিতীয় সেটের শুরুর দিকে মেজাজও হারান। নিজের টিমের সদস্যদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় তাঁর। খেলা চালিয়ে যাবেন কিনা, জানতে চান। এক সময় ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ার মতোও ইঙ্গিত দেন হতাশ, ক্ষুব্ধ আলকরাজ।গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে বছর শুরু করা আলকারাজ এ ভাবে ফর্ম হারানোয় উদ্বিগ্ন তাঁর টিমের সদস্যেরাও। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পর কাতার ওপেন চ্যাম্পিয়ন হন। তবে কয়েক দিন আগে ইন্ডিয়ান ওয়েলস ওপেনের সেমিফাইনালে হেরে যান ডানিল মেদভেদেভের কাছে। তার পর মায়ামিতেও দ্বিতীয় রাউন্ডে বিদায় নিলেন ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন।প্রথম সেটে ৩-৩ অবস্থা থেকে হেরে যান আলকারাজ। তাঁর সার্ভিস ভেঙে দেন কোর্দা। এর পর ম্যাচ যত এগিয়েছে, তত ছন্দহীন দেখিয়েছে বিশ্বের এক নম্বরকে। কোচ স্যামুয়েল লোপেজ-সব টিমের সকলে সমানে হতাশ আলকারাজকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তবু আলকারাজরে বলতে শোনা যায়, "আমি আর নিতে পারছি না। এখন বাড়ি যেতে চাই। আমি আর পারছি না।"

চোট পাওয়ার পর অবশেষে মুখ খুললেন রোনাল্ডো, বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে স্বস্তি দিলেন সমর্থকদের

বিশ্বকাপের আগে সম্প্রতি দু'টি প্রদর্শনী ম্যাচের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। সমর্থকদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে, তিনি বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন কি না। অবশেষে তাঁদের আশ্বস্ত করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। চোট পাওয়ার পর প্রথম বার প্রকাশ্যে এলেন তিনি।

সোমবার রোনাল্ডো সমাজমাধ্যমে নিজের অনুশীলনের একটি ছবি পোস্ট করেছেন। লিখেছেন, "প্রতি দিন উন্নতি করছি।" অর্থাৎ রোনাল্ডোর চোট ধীরে ধীরে সারছে। দ্রুত ফুটবল মাঠে ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছে পর্তুগিজ ফুটবলার। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হতে পারেন রোনাল্ডো। ফলে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে কোনও সংশয় থাকার কথা নয়। মেক্সিকো এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচের জন্য হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে রোনাল্ডোকে ছাড়াই শুক্রবার ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছিল পর্তুগাল। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে আল নাসেরের হয়ে খেলার সময়ে চোট পান রোনাল্ডো। দল ঘোষণার সময়ে পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেস নিশ্চিত করেছিলেন, রোনাল্ডোকে নিয়ে তাঁরা অহেতুক তাড়াহুড়ো করতে চান না। তাই তাঁকে বাইরে রেখেই আসন্ন ম্যাচগুলির জন্য দল ঘোষণা করা হয়েছে।

মার্তিনেস বলেছিলেন, "রোনাল্ডোর পেশিতে হালকা চোট রয়েছে। আশা করছি এক বা দু'সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবে। ম্যাচ না খেললেও শারীরিক ভাবে ও যে অনুশীলন করেছে, তাতে বোঝা গিয়েছে রোনাল্ডো সেরা ছন্দেই রয়েছে।" বিশ্বকাপেও কি রোনাল্ডোকে পাওয়া যাবে না? নেতিবাচক উত্তর দিয়ে মার্তিনেস বলেছিলেন, "রোনাল্ডোর চোট ততটা গুরুতর নয়। ও বিপদসীমার বাইরে রয়েছে।"

মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ২৮ মার্চ পর্তুগাল খেলবে আজতেকা স্টেডিয়ামে। দু'দিন পরে আটলান্টায় আমেরিকার মুখোমুখি হবেন ব্রুনো ফের্নান্দেসরা। দলে রোনাল্ডো ছাড়াও রাখা হয়নি বের্নার্দো সিলভাকে। কারণ সিনিয়র ফুটবলারদের বড় পরীক্ষার আগে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 1 24-03-2026, 22:13

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

চিলড্রেন্স পার্কে বসছে চৈত্র মেলা

পুরনিগমে ব্যবসায়ীদের উপচে পড়া ভিড়

আগরতলা, ২৪ মার্চ: চৈত্র মেলাকে সামনে রেখে আগরতলা পুর নিগমের সামনে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ব্যবসায়ীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। মেলায় অংশগ্রহণের জন্য নাম নথিভুক্ত করতে ভিড় জমায় বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবসায়ীরা।

এই প্রসঙ্গে পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জানান, চলতি বছরে চৈত্র মেলা চিলড্রেন্স পার্কে আয়োজন করা হবে। ব্যবসায়ীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পুর নিগমের পক্ষ থেকে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে স্টলগুলিতে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ব্যবসা পরিচালনায় সমস্যা না হয়। তিনি আরও জানান, প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ জন ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি মেলার সার্বিক পরিবেশ সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মেয়র ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেন, সকলেই যেন নিয়ম মেনে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং মেলার পরিবেশ যাতে কোনওভাবে বিঘ্নিত না হয়, সে বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

মিছিল করে মনোনয়ন দাখিল কংগ্রেস প্রার্থীদের, খোয়াইয়ে শক্তি প্রদর্শন

খোয়াই, ২৪ মার্চ: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে খোয়াইয়ে শক্তি প্রদর্শন করল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। কুলাই আশারাম বাড়ি কেন্দ্র এবং রামচন্দ্র ঘাট কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী যথাক্রমে অমলেন দেববর্মা ও প্রনব দেববর্মা বুধবার মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

এদিন খোয়াই কংগ্রেস ভবন থেকে একটি বিশাল মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে খোয়াই মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে পৌঁছায়। সেখানে রিটার্নিং অফিসার নির্মল কুমার ঝার নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন দুই প্রার্থী।

মনোনয়ন দাখিলকে ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। গোটা কর্মসূচি জুড়ে ছিল উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং স্লোগানে মুখর পরিবেশ।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, আসন্ন নির্বাচনে জনসমর্থন তাঁদের পক্ষেই রয়েছে এবং এডিসিতে উল্লেখযোগ্য ফলাফল করবে দল।

এবছরও আগরতলায় চৈত্র হাটের ফর্ম বিলি নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ

আগরতলা, ২৪ মার্চ: প্রতিবছরের মতো এবছরও চৈত্র মেলার ফর্ম নিয়ে পুর নিগমের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এরই প্রতিবাদে আজ বঞ্চিত ব্যবসায়ীরা পুর নিগমের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হোক।

এক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, চৈত্র মেলায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী দোকান শেডের জন্য পুর নিগমের তরফ থেকে ফর্ম দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু ১২০০ ফর্ম থাকা সত্ত্বেও ১৫০ মতো ফর্ম ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয়েছে। বাকিদের চৈত্র মেলার ফর্ম মিলেনি। তাঁদের অভিযোগ, আজ তাঁরা নিগমে ফর্ম সংগ্রহ করতে গেলে নিগমের কর্তৃপক্ষরা জানিয়েছেন ফর্ম শেষ হয়ে গেছে। আর তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা।

তাদের আরও অভিযোগ, অস্থায়ী দোকান শেডের জন্য ১২০০টি ফর্ম ধার্য রয়েছে। সেই ফর্ম সংগ্রহের জন্য পুরনিগমের কাছে আধার কার্ড জমা করতে হয়।

হাজারো কর্মীর মিছিল, মনোনয়ন দাখিল তিপরা মথা প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মার

আগরতলা, ২৪ মার্চ: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে শক্তি প্রদর্শনে নামল তিপরা মথা। আজ এডিসির ১৪ বোধজংনগর-ওয়াকিনগর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মা হাজার হাজার কর্মী-সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে বিশাল মিছিল করে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। মিছিলটি মোহনপুরের তুলাবাগান চৌমুণী থেকে শুরু হয়ে মোহনপুর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে পৌঁছায়। সেখানে রিটার্নিং অফিসারের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের মনোনয়ন জমা দেন তিনি। গোটা এলাকা জুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ ও দলীয় স্লোগানে মুখরিত জনসমাগম।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এডিসির এক্সিকিউটিভ মেম্বার রবীন্দ্র দেববর্মা, তিপ্রা মথার লেফুঙ্গা ব্লক সভাপতি দীপক দেববর্মা, যুব সংগঠনের ব্লক সভাপতি প্রশান্ত দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

মনোনয়ন দাখিলের পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রুনিয়েল দেববর্মা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, এবারের এডিসি নির্বাচনে তিপ্রা মথা ২৪টি আসনে জয়লাভ করে পুনরায় পরিষদে সরকার গঠন করবে। পাশাপাশি নিজের কেন্দ্র থেকেও বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এদিকে নির্বাচনের ঠিক আগে অনন্ত দেববর্মা ও সদাগর কলইদের দলত্যাগ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি বলেন, এই ধরনের যোগদান তিপ্রা মথার উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না এবং দলের সংগঠন আগের মতোই শক্তিশালী রয়েছে।

অসম রাইফেলসের ১৯১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

ত্রিপুরা-দক্ষিণ অসম- পশ্চিম মণিপুরজুড়ে দেশাত্মবোধের আবহ

আগরতলা, ২৪ মার্চ : অসম রাইফেলসের ১৯১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সদর দপ্তর ২১ সেক্টর অসম রাইফেলস এবং তাদের অধীনস্থ ব্যাটালিয়নগুলি ত্রিপুরা, দক্ষিণ অসম ও পশ্চিম মণিপুরের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক উৎসাহ ও দেশাত্মবোধের সঙ্গে উদযাপন করেছে। আগরতলা, রাধানগর, শ্রীকোনা, লোকরা এবং হাফলং সহ একাধিক স্থানে আয়োজিত এই কর্মসূচিগুলি বাহিনীর গৌরবময় ঐতিহ্য, কর্মদক্ষতা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন তুলে ধরে।

আগরতলার আলফা অডিটোরিয়ামে একটি বিশেষ সৈনিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অসম রাইফেলসের মহাপরিচালক বাহিনীর সদস্য ও তাঁদের পরিবারকে ১৯১তম প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁদের অবদানের প্রশংসা করেন।

বাহিনীর ঐতিহাসিক জন্মস্থান হাফলংয়ে দিনটি গর্বের সঙ্গে উদযাপিত হয়। দিনের সূচনা হয় ‘এআর ডে রান’-এর মাধ্যমে, যেখানে সেনা সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় যুবকদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সেনা সদস্য ও বীর নারীরাও উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি রক্তদান শিবির, কমান্ড্যান্টের বিশেষ সৈনিক সম্মেলন এবং শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

লোকরায় প্রাক্তন সেনা সদস্যদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। সাইক্লোথন, যুবকদের জন্য ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেশন, অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং সেনা ও প্রাক্তন সেনাদের মধ্যে প্রীতি ভলিবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও একটি স্বাস্থ্য শিবির ও পতাকা উত্তোলন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যার পর অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী ‘বড়াখানা’।

শ্রীকোনায় ২৩০-রও বেশি সেনা সদস্যের অংশগ্রহণে ‘ইউনিটি রান’ অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচি শৃঙ্খলা, ঐক্য এবং সম্মিলিত চেতনার প্রতিফলন ঘটায়। শেষে সকলের জন্য জলখাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

আগরতলায় অসম রাইফেলস আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার তুলে ধরতে ড্রোন প্রদর্শনীর আয়োজন করে। পাশাপাশি সেনা সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণে একটি রক্তদান শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়।

রাধানগরে প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রাক্কালে বিভিন্ন জনসংযোগ কর্মসূচি নেওয়া হয়। প্রাক্তন সেনা সদস্যদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। স্থানীয়দের সঙ্গে প্রীতি ভলিবল ম্যাচ, সিপিআর প্রশিক্ষণ এবং গোলকপুরে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

বহুস্থানে আয়োজিত এই উদযাপনগুলি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রহরী হিসেবে অসম রাইফেলসের অটল দায়িত্ববোধ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনরায় তুলে ধরেছে। ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বাহিনী ভবিষ্যতেও নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করে যাবে।

শুধু আইনের মাধ্যমে নয়, সমাজে বাল্যবিবাহ, অন্যায় অবিচার ও অসহায়দের সহায়তায় আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ মার্চ:সমাজের গার্হস্থ্য হিংসা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর সমাজের অসহায়, দিব্যাঙ্গজন ও নির্যাতিতাদের জন্য কাজ করছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় আজ ত্রিপুরা মহিলা কমিশন অফিসের নীচ তলায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জন্য অতিরিক্ত আরও একটি নতুন সখী ওয়ান স্টপ সেন্টারের উদ্বোধন করে একথা বলেন।

এই সখী ওয়ান স্টপ সেন্টার চালুর মূল উদ্দেশ্য হলো এই সেন্টারে সমাজের বিপদগ্রস্ত, শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিতা মহিলাগণ বিনামূল্যে ৫ দিন থাকতে পারবেন। এরপর তারা শক্তি সদনে তিন বছর বিনামূল্যে থাকা ও খাওয়ার সংস্থান পাবেন। এছাড়া এই মহিলাগণের জন্য এখানে বিনামূল্যে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তারা বিনামূল্যে বিচার ব্যবস্থারও সুযোগ পাবেন। এই নতুন সখী ওয়ান স্টপ সেন্টারের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, সমাজের অবক্ষয় রোধে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, মা সুস্থ, শিক্ষিত ও স্বনির্ভর হলেই পরিবার ও সমাজ স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। শিশু ও মহিলাদের কল্যাণে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যের ৮টি জেলায় ৮টি সখী ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু রয়েছে। ইতিমধ্যেই কুমারঘাটে একটি সখী ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করা হয়েছে। আজ আগরতলায় এই ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করা হলো।

তিনি বলেন, বর্তমানে কৃষ্ণনগরে লক্ষ্মীবাই মেমোরিয়াল ওয়ার্কিং উইম্যান হোস্টেল চালু রয়েছে। রাজ্যে আরও ১০টি ওয়ার্কিং উইম্যান হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলছে। এই ১০টি ওয়ার্কিং হোস্টেল নির্মাণে ১০০ কোটি টাকার উপর ব্যয় হবে। প্রায় ১০০ জন মহিলা প্রতিটি উইম্যান ওয়ার্কিং হোস্টেলে বিনামূল্যে থাকতে পারবেন এবং বিনামূল্যে খাবার পাবেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। নারী ক্ষমতায়নের জন্য রাজ্যের জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, নগর শাসিত সংস্থা ও মার্কেট শেড বিতরণে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ রাখা হয়েছে। সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ রাখা হয়েছে। রাজ্যের স্বসহায়ক দলের মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এখন পর্যন্ত ২,১০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

পিতার অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা থানায় পাল্টা হাজির পরিবারের সদস্যরা

শান্তির বাজার, ২৪ মার্চ : পিতার দায়ের করা অভিযোগকে কেন্দ্র করে শান্তির বাজার মহকুমার বাইখোড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের বিরুদ্ধে পাল্টা বক্তব্য জানাতে মঙ্গলবার বাইখোড়া থানার দ্বারস্থ হলেন অভিযুক্ত পরিবারের সদস্যরা।

ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, বাইখোড়া এসএসবি ক্যাম্প সংলগ্ন মরনসুর পাড়া এলাকার বাসিন্দা দুলাল চন্দ্র মিত্র বিলোনিয়া থানায় তাঁর সহধর্মিণী, মেয়ে ও ছেলের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগে মামলা দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি দাবি করেন, পরিবারের সদস্যরা তাঁকে শারীরিকভাবে আঘাত করেছেন।

তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন পরিবারের সদস্যরা। এদিন থানায় উপস্থিত হয়ে দুলাল চন্দ্র মিত্রের মেয়ে, চিকিৎসক রাখি মিত্র জানান, তাঁর পিতা দীর্ঘদিন ধরে মদ্যপানে আসক্ত। পেশায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দুলালবাবুর অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে শরীরে নানা জটিল রোগের সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে লিভারজনিত সমস্যার কারণে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা দেখা দিয়েছে।

রাখি মিত্র আরও জানান, এই শারীরিক সমস্যার চিকিৎসার জন্য তাঁর পিতাকে বহিরাজ্যেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যাকেই মারধরের প্রমাণ হিসেবে দেখিয়ে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন, যা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

পরিবারের দাবি, তাঁরা শুধু চান দুলাল চন্দ্র মিত্র মদ্যপান থেকে বিরত থেকে সুস্থ জীবনযাপন করুন। তাঁর চলাফেরা বা ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও বাধা দেওয়া হয় না বলেও দাবি করেন তাঁরা। এমনকি, অভিযোগ দায়েরের দিন তিনি নিজেই অটো ভাড়া করে বিলোনিয়া থানায় গিয়েছিলেন বলেও উল্লেখ করেন পরিবারের সদস্যরা।

দীর্ঘ সময় ধরে বাইখোড়া থানায় আলোচনা শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাখি মিত্র জানান, যেখানেই মামলা দায়ের হয়েছে, সেখানেই আইনি প্রক্রিয়া চলুক। একইসঙ্গে তিনি প্রশাসনের কাছে ঘটনার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানান।

এদিকে, গোটা ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চর্চা শুরু হয়েছে। একজন পিতার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এবং তার জেরে সন্তানদের থানায় আসতে হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে সামাজিক মহলে। বর্তমানে সকলের নজর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপ ও তদন্তের অগ্রগতির দিকে।

‘বন্দেমাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরায় বিশেষ অনুষ্ঠান

বিলোনিয়া, ২৪ মার্চ : ভারতের জাতীয় গান ‘বন্দেমাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ জেলার বিলোনিয়ায় অবস্থিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার জেলাশাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা, জেলা শিক্ষা অধিকর্তা দিলীপ চন্দ্র দাস এবং কলেজের প্রিন্সিপাল মনোরঞ্জন দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠান জুড়ে দেশাত্মবোধক গান, আলোচনা সভা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজন করা হয়। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে ‘বন্দেমাতরম’-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও দেশপ্রেমের বার্তা নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা হয়।

জনজাতি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি, প্রচারে নামছেন বিজেপি প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া

আগরতলা, ২৪ মার্চ: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারে নামতে চলেছেন ১১ মহারানী—তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া।

সোমবার বিজেপির প্রদেশ কার্যালয় থেকে প্রার্থীপদ ঘোষণা হওয়ার পরই তিনি পৌঁছন ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডল কার্যালয়ে। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

মণ্ডল কার্যালয়ে পৌঁছতেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় ভাসেন বিল্লু জমাতিয়া। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস, সহ-সভাপতি গোপাল দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিল্লু জমাতিয়া জানান, জনজাতি মানুষের সার্বিক উন্নয়ন এবং দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত অঞ্চলগুলির পরিকাঠামোগত অগ্রগতি নিশ্চিত করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি তিনি জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী বলেও জানান।

এদিকে, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির উন্নয়ন উপেক্ষিত হয়েছিল। তিনি আশ্বাস দেন, বিজেপি সরকার পুনরায় ক্ষমতায় এলে সেই ঘাটতি পূরণ করে জনজাতি মানুষের কল্যাণে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

গভীর রাতে এলাকাবাসীর হাতে আটক যুবক, উদ্ধার এয়ার গান ও ১০ রাউন্ড গুলি

বিশালগড়, ২৪ মার্চ : বিশালগড় এলাকায় ক্রমবর্ধমান অস্ত্রের দাপটে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু যুবকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অবাধ চলাফেরা সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। প্রশাসনিক নজরদারির ঘাটতির অভিযোগও তুলছেন স্থানীয়রা।

সোমবার গভীর রাতে দক্ষিণ কাঞ্চনমালা এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে এক যুবককে আটক করে এলাকাবাসী। পরে তার কাছ থেকে একটি এয়ার গান ও বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হওয়ায় ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। আটক যুবককে পরবর্তীতে বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক যুবকের নাম কর্ণ দাস। রবিবার রাত প্রায় ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ এলাকায় তার অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করে স্থানীয়রা তাকে আটক করে তল্লাশি চালায়। সেই সময় তার কাছ থেকে একটি এয়ার গান এবং মোট ১০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিশালগড় থানার পুলিশ তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যায়। বর্তমানে থানায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি একটি এয়ার গান এবং গুলিগুলো এয়ার বুলেট, যা সাধারণত পশু-পাখি শিকারের কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে এই অস্ত্র কোথা থেকে এবং কী উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

২০টি হারানো মোবাইল উদ্ধার, মালিকদের হাতে তুলে দিল দক্ষিণ জেলা পুলিশ

বিলোনিয়া, ২৪ মার্চ : আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে চুরি ও হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে সেগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল দক্ষিণ জেলার পুলিশ। মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১২টায় জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ২০টি মোবাইল ফোন হস্তান্তর করা হয়।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন সময়ে চুরি বা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনগুলি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ট্র্যাক করে উদ্ধার করা হয়েছে। পরে যাচাই-বাছাই করে সেগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মোবাইল ফিরে পেয়ে মালিকরা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আরক্ষা বিভাগ ও জেলা পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তাঁদের মতে, বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোনই প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম, পাশাপাশি এতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত থাকে। মোবাইল হারিয়ে যাওয়ায় তাঁদের দৈনন্দিন কাজে সমস্যা হচ্ছিল।

এ প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বলেন, কারও মোবাইল ফোন হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে দ্রুত নিকটবর্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করতে হবে। পুলিশ সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করার চেষ্টা করবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

এডিসি ভোটে শক্তি প্রদর্শন কংগ্রেসের, কুমারঘাটে বিশাল মিছিল করে মনোনয়ন জমা

আগরতলা, ২৪ মার্চ: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে ময়দানে নামছে কংগ্রেসও। মঙ্গলবার ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমায় শক্তি প্রদর্শন করে মাছমারা, করমছড়া এবং মুহুরিপুর-ভুরাতলি কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এদিন দুপুরে মাছমারা ২ নম্বর সাধারণ আসনের কংগ্রেস প্রার্থী অর্জুন রায় এবং ৪ নম্বর করমছড়া তপশিলি উপজাতি কেন্দ্রের প্রার্থী ধীরেন্দ্র দেববর্মার সমর্থনে বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়। কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে কুমারঘাট শহর কার্যত মুখর হয়ে ওঠে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে কুমারঘাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছে, যেখানে প্রার্থীরা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও প্রাক্তন বিধায়ক দিবা চন্দ্র রাংকল, ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুল জামান, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তরুণ সাহা সহ একাধিক জেলা ও ব্লক স্তরের নেতৃত্ব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সমীরণ দাস, সহ-সভাপতি রিন্টু লাল দেব, যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব জুবের আহমদ খান ও সৌরভ চক্রবর্তী, পাবিয়াছড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ওসিত দেব এবং পেচারতল ব্লক সভাপতি প্রদ্দুষ দেওয়ান।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুল জামান এবং প্রাক্তন বিধায়ক দিবা চন্দ্র রাংকল এডিসি এলাকায় দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে সরব হন। তারা দাবি করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ পরিবর্তন চাইছে এবং কংগ্রেস প্রার্থীরাই এই দুই কেন্দ্রে জয়লাভ করবে বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, এডিসি এলাকাগুলিতে উন্নয়ন ও স্বচ্ছ প্রশাসন ফিরিয়ে আনতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে এগোনোর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন দলের নেতারা।

বাগবাড়িতে বিদ্যুৎ লাইনের সংস্কারে তহবিলের আশ্বাস বিধায়ক নয়ন সরকারের

আগরতলা, ২৪ মার্চ : বামুটিয়া বিধানসভার লেম্বুছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাগবাড়ি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ লাইনের বেহাল অবস্থায় দুর্ভোগে ভুগছেন সাধারণ মানুষ। সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসে বিধায়ক নয়ন সরকার বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। মঙ্গলবার বিধায়ক স্বয়ং এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহু জায়গায় বিদ্যুতের তার ঝুলে রয়েছে, কোথাও বা মাটিতে পড়ে আছে। পাশাপাশি একাধিক বৈদ্যুতিক খুঁটি বেঁকে যাওয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা বিষয়টি নিয়ে বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এদিন তাঁর সঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরের মোহনপুর ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার, এসডিও সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং স্থানীয় মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন শেষে বিধায়ক নয়ন সরকার জানান, সমস্যার স্থায়ী সমাধানে যত অর্থের প্রয়োজন হবে, তা বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিল থেকে প্রদান করা হবে। তাঁর এই আশ্বাসে এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

বাসন্তী পূজা উপলক্ষে উন্নয়ন সংঘ এলাকায় রক্তদান শিবির, উৎসাহ স্থানীয়দের মধ্যে

আগরতলা, ২৪ মার্চ : এলাকায় বিজয় সাহার বাড়িতে পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী বাসন্তী পূজা উপলক্ষে মঙ্গলবার এক মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রতি বছরের মতো এ বছরও পূজা উপলক্ষে এই মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জানা যায়, উন্নয়ন সংঘের সাহা বাড়িতে গত ৩৫ বছর ধরে নিয়মিতভাবে বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় মহাষষ্ঠীর দিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার অভিজিৎ মন্ডল, বাড়ির কর্তা বিজয় সাহা, রাহুল সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পূজা অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এই রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এলাকার বাসিন্দারা এ ধরনের সেবামূলক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাড়ির মালিক বিজয় সাহা জানান, আগামী দিনেও এ ধরনের সমাজসেবামূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হবে।

রাজ্যভিত্তিক বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উদযাপিত

আগরতলা, ২৪ মার্চ:পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আজ নাগিছড়াস্থিত কাঠিয়াবাবা আশ্রমের হলঘরে রাজ্যভিত্তিক বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস-২০২৬ উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত হয় একদিনের স্বাস্থ্য শিবির। এছাড়া ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ১০০ দিনের টিবি ক্যাম্পেইন কর্মসূচিরও আজ থেকে সূচনা করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে ও কাঠিয়াবাবা আশ্রমের মহারাজ সদানন্দ দাস। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, আজ থেকে সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায়ও বিশ্ব টিবি দিবস উপলক্ষে ১০০ দিনের টিবি ক্যাম্পেইন কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। টিবি রোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, সময়মত এই রোগের সনাক্তকরণ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এ নিয়ে চলবে ১০০ দিনের কর্মসূচি। তিনি সকলকে এই কর্মসূচির সফলতায় সহযোগী হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যক্ষ্মা সম্পূর্ণভাবে নিরাময় যোগ্য একটি রোগ। সঠিক চিকিৎসায় এই রোগ নির্মূল হয়ে যায়। সরকারিভাবে বিনামূল্যে এই চিকিৎসা করানো হয়। কোন ব্যক্তির যদি যক্ষ্মা রোগের উপসর্গ দেখা দেয় তাহলে তাকে সাথে সাথেই স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করে এই রোগের সনাক্তকরণে সহযোগিতা করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, সারা দেশ থেকে যক্ষ্মারোগ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হবে। তাই এবছরের জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূলীকরণ প্রকল্পাধীন কর্মসূচির থিম হচ্ছে ”হ্যাঁ আমরা টিবি নির্মূল করতে পারি ভারতের নেতৃত্বে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 25-03-2026, 01:29